দারসে কুরআন সিরিজ ২৮

ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি

খন্দকার আবুল খায়ের

দারসে কুরআন সিরিজ-২৮

ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি

খন্দকার আবুল খায়ের

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৬২

২য় প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪২৩
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯
জুন ২০০২

বিনিময় ঃ ১৬.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLQME AYENA KAR KEE LAV KHOTE by Khandakar Abul Khair. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 16.00 Only.

www.pathagar.com

ভূমিকা

মেহেরবান আল্লাহ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের দিয়েছেন এমন এক দ্বীন ইসলাম যা হচ্ছে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আর শাসনতন্ত্র এমন যা মানুষকে তৈরী করতে হবে না। যা তৈরী করে দিয়েছেন তিনিই যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে সব মানুষই মানুষ হিসাবে সমান। তাই তিনি চাননা যে কেউ থাকুক বিশতলায় আর কেউ থাকুক গাছতলায়। তিনি এটাও চাননা যে কেউ পাহাড় সমান ধনী হবে আর কেউ পথের ভিখারী হবে। এ যে তিনি চান না, তা আমরা যে একেবারেই কিছু বুঝি না, তা নয়, যেমন– আমাদের যাকাত, ছদকা, দান খয়রাত ইত্যাদির যে ব্যবস্থা দ্বীন ইসলামে রয়েছে এটাও গরীব ও ধনীদের জীবন যাপনের মানকে একেবারে না হলেও কাছাকাছি সমপর্যায়ে আনতে চান। আর সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে ঢেলে সাজালে একটা রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে এবং সমাজের আইনের মধ্যে আল্লাহ কি ধরণের পরিবর্তন এনে সমাজের সব ধরণের লোকদের সমমর্যাদা দিতে চান। তাই আলোচনা করা হয়েছে এ দারস সিরিজে।

আশা করি এর থেকে সমাজের সব শ্রেণীর লোকই ইসলামী আইনের দেশ হলে তার চিত্রটা কেমন হবে। তা আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। আল্লাহর ভরসা করে এই নেক আশা নিয়েই এ বইটা লেখা। আশা করি আল্লাহ আমার নেক আশা কবুল করবেন।

ইতি

লেখক—

www.pathagar.com

সূচীপত্র

★ যাদের লাভ তার দলীল ---------- ৫
★ যাদের ক্ষতি তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কথা ------ ৮
★ ইসলামী আইন যাদের জন্যে ক্ষতিকর--------- ৫৮
★ ইসলামী হুকুমত কায়েমের পথে অন্তরায় ------- ৬৬

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যাদের লাভ তার দলীল

সূরা আররহমান – ৫–৯ আয়াত–

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ
الْمِيْزَانَ ۝ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝

–الرحمٰن : ৫–৭

অনুবাদঃ– "সূর্য এবং চন্দ্র ২টি পৃথক হিসার অনুসরনে বাধ্য। এবং তারকা ও গাছ–পালা সিজদায় অবনত। আকাশ মন্ডলকে তিনি বহু উর্দ্ধে স্থাপন করেছেন এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর বিশেষ দাবী এই যে তোমরাও ভারসাম্য স্থাপনে বা জাতীয় সম্পদ বন্টনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না। সুবিচারের সাথে যথাযথ ভাবে ওজন কর বা ভারসাম্য কায়েম কর এতে লোকদের ক্ষতিগ্রস্থ কর না।"

শব্দার্থ–

اَلشَّمْسُ –সূর্য وَ এবং اَلْقَمَرُ – চাঁদ بِحُسْبَانٍ –দুটি পৃথক হিসাবের অধীন। وَالنَّجْمُ এবং তারকা وَالشَّجَرُ আর গাছ–পালা يَسْجُدٰنِ উভয়ে সিজদায় অবনত। وَالسَّمَآءَ আর আকাশ মন্ডলকে رَفَعَهَا উহাকে বহু উর্দ্ধে স্থাপন করেছেন وَوَضَعَ এবং রেখেছেন বা ব্যবস্থা করেছেন اَلْمِيْزَانَ ভার–সাম্যের اَلَّا تَطْغَوْا – এর দাবী এই যে তোমরাও বিপর্যয় সৃষ্টি

www.pathagar.com

কর না। فِي الْمِيزَانِ -ভারসাম্য কায়েমের ব্যাপারে وَأَقِيمُوا এবং কায়েম কর বা প্রতিষ্ঠিত কর (সমাজে) الْوَزْنَ - ওজন বা জীবন যাপনের বেলায় ভারসাম্য। بِالْقِسْطِ ন্যায় বিচারের সাথে। وَلَا تُخْسِرُوا আর তোমরা ক্ষতি গ্রস্থ করনা। الْمِيزَانَ - মানদন্ডে।

সূরা আ'রাফের -৮৫ নং আয়াতাংশ-

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ -الاعراف ٨٥

অনুবাদঃ- অবশ্য তোমাদের নিকট আলাহর সুস্পষ্ট দলীল এসে গেছে। অতএব; তোমরা ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ মাত্রায় দাঁড় করাও। (অর্থাৎ সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য পূর্ণ মাত্রায় কায়েম কর।) লোকদের তাদের পাওনা দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্থ কর না। এবং (এ করে) পৃথিবীতে (সমাজে) বিপর্যয় সৃষ্টি কর না। যখন তার সংস্কার ও সংশোধন পূর্ণ মাত্রায় (কুরআনি নির্দেশ মুতাবিক) সুসম্পন্ন হয়েছে। এরই মধ্যে তোমাদের সামগ্রিক কল্যাণ রয়েছে। (এই নিয়ম মান) যদি সত্যই তোমরা মোমেন হয়ে থাক।"

শব্দার্থ-

قَدْ - অবশ্য جَاءَتْكُمْ -তোমাদের নিকট এসে

www.pathagar.com

গেছে। بَيِّنَةٌ - সুস্পষ্ট দলীল فَاَوْفُوا - এবং পুরা কর। الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ -ওজন ও পরিমাপ وَلَا تَبْخَسُوا এবং ক্ষতিগ্রস্থ কর না (বা পাওনা দ্রব্যে কম দিওনা।) النَّاسَ - লোকদেরকে اَشْيَاءَهُمْ - তাদের পাওনা দ্রব্যে। وَلَا تُفْسِدُوْا - আর বিপর্যয় সৃষ্টি করা না فِى الْاَرْضِ - পৃথিবীতে بَعْدَ পরে اِصْلَاحِهَا - তার (ক্রটি বিচ্যুতি) সংশোধনের পরে। ذٰلِكُمْ - এটা তোমাদের خَيْرٌ উত্তম لَّكُمْ -তোমাদের জন্যে اِنْ যদি كُنْتُمْ হও তোমরা مُّؤْمِنِيْنَ প্রকৃত মোমেন।

সূরা আল—মুলক ১ম আয়াত—

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ٥ - الملك : ١

অতীব মহান প্রাচুর্যময় শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা যাঁর হাতের মুঠির মধ্যে রয়েছে সমস্ত সৃষ্টি লোকের সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব। প্রত্যেকটি জিনিষের উপরই তাঁর কর্তৃত্ব সংস্থাপিত।

শব্দার্থ—

تَبٰرَكَ - মহান শ্রেষ্ঠ প্রাচুর্যময় সত্তা, اَلَّذِىْ - যিনি বা যার بِيَدِهِ - তার হাতে اَلْمُلْكُ - যাবতীয় কর্তৃত্ব ও

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্ব। وَهُوَ - এবং তিনি عَلٰى -উপরে كُلِّ - সমস্ত شَىْءٍ - জিনিষের قَدِيْرٌ - ক্ষমতাধর বা কর্তৃত্ব সংস্থাপিত।

যাদের ক্ষতি তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কথা

সূরা – সফ্‌ফের ৮ নং আয়াত–

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

—الصف : ৮–৯

(যারা ইসলামী আইনকে ভয় করে) তারা আল্লাহর নুরকে বা (ইসলামী আইনকে) ফুতকারে উড়িয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত যে তাঁর নূরকে (ইসলামকে) সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত ও প্রসারিত করবেনই। কাফেরদের* পক্ষে তা অসহ্যনীয় হোক না কেন। তিনি (আল্লাহ) তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন সঠিক জীবন ব্যবস্থা ও সঠিক পথের সন্ধান সহকারে যেন তিনি সমস্ত প্রকার বাতিল সমাজ ব্যবস্থাকে (যে ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি দিতে পরে না।) পরাভূত করে সেখানে আল্লাহর দেয়া শান্তির জীবন ব্যবস্থা কায়েম করে দেন। তা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কষ্টকর হোক না কেন। (অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া সমাজ ব্যবস্থা সমাজে কায়েম হলেই ঐ সব

www.pathagar.com

মুশরিক কায়েমী স্বার্থবাদীদের গাত্রদাহ হবেই। কারণ তাদের দৃষ্টিতে তাদের বিরাট ক্ষতি হবেই।)

শব্দার্থ–

يُرِيْدُوْنَ – তারা চায় لِيُطْفِئُوْا – ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে বা নিভিয়ে দিতে। نُوْرَ اللّٰهِ – আল্লাহর আলো (অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া ইসলাম বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা بِاَفْوَاهِهِمْ – তাদের মুখের উপর وَاللّٰهُ – এবং আল্লাহ مُتِمُّ – প্রসারিত করবেনই نُوْرِهٖ – তাঁর নূরকে (বা তাঁর ইসলামকে যে ইসলাম সাধারণ মানুষের জীবনে দিতে পারে শান্তি তাকে আল্লাহর ভাষায় বলা হয়েছে নূরাল্লাহ বা আল্লাহর আলো) وَلَوْ – আর যদিও তা كَرِهَ –পছন্দ করবে না। اَلْكٰفِرُوْنَ – কাফেররা। هُوَ الَّذِىْٓ – তিনিই যিনি اَرْسَلَ – পাঠিয়েছেন رَسُوْلَهٗ – তাঁর রসুলকে بِالْهُدٰى – সঠিক পথের সন্ধান সহকারে। وَدِيْنِ الْحَقِّ – এবং সঠিক জীবন ব্যবস্থা সহকারে। لِيُظْهِرَهٗ – যেন তিনি জয়ী করে দেন عَلَى – উপরে الدِّيْنِ كُلِّهٖ – সমস্ত প্রকার (বাতিল) জীবন ব্যবস্থার উপরে। وَلَوْ كَرِهَ – যদি তা অসহনীয় হবে اَلْمُشْرِكُوْنَ – মুশরিকদের পক্ষে।

উপরের সবকটি আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ চান কোন শ্রেণীর মানুষই যেন কোন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। তারা সুখে

www.pathagar.com

শান্তিতে বাস করতে পারে। আর প্রমাণ হল যে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি কাফের মুশরিকরা এর বিরোধিতা করবেই তাদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সহ্য হবে না। এর মূল কারণ কি, তারই ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে আমার এ বইটা লেখা।

এবার আমি খুবই সংক্ষিপ্তাকারে দেখাতে চাই ইসলামী আইনে কার কি ক্ষতি এবং কার কি লাভ। আর এটা পূর্বের আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজের উপরতালার লোকগুলি সমাজের সাধারণ লোকদেরকে বিভিন্ন ভাবে ঠকায় এবং তারা কোটিপতি হয় আর কিছু লোক তারা ক্রমান্বয়ে সর্বহারা হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, দ্বীন মজুর খাটে, ভিক্ষা করে ও কেউ চোর ডাকাত হয়। মহিলারা উপায়হীন হয়ে নানান রকম অপকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

এ কারণে আল্লাহ যে ওজন এবং ভারসাম্য রক্ষা করে চলার কথা বলেছেন যার প্রকৃত ব্যাখ্যা সহজ সরল বাংলা ভাষায় আমার সামনে পড়েনি বলেই এই নামে একখানা বই লেখার চিন্তা করে আল্লাহ ভরসা করে তা লেখার কাজে হাত দিয়েছি। জানিনা আমার প্রচেষ্টা আল্লাহ কতটুকু সফল করবেন। তবে সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহরই নিরিহ বান্দাদের উপকারার্থে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

এর পরে অত্র বইযে যত লেখা আপনাদের সামনে আসবে তা এরই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে। তবে তার পূর্বে আমার একটা মন্তব্য এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি যেন পরবর্তি কথাগুলি বুঝতে সহজ হয়।

আমার একটি মন্তব্য

আমরা সব সময়ই মুখ দিয়ে বলে থাকি যে ইসলামী আইনে দেশে শান্তি আসবে। কিন্তু একথা কেউই বলি না যে, দেশের কোন শ্রেণীর

www.pathagar.com

লোকের নিকট কোন পথে কিভাবে শান্তি আসতে পারে এবং সে শান্তিটা আসবে কোন পথ ধরে?

আমি মনে করি এটা এত সহজ ভাবে সব শ্রেণীর লোকদেরকে এমন ভাবে বুঝাতে হবে যেন একেবারে ঝাড়ুদার, সুইপার, বস্তিবাসী, রিকশাওয়ালা, কৃষক, শ্রমিকসহ সমাজের সব শ্রেণীর লোকই যেন দিনের আলোকের মত স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে, ইসলাম তাদের কোন শ্রেণীর নিকট কি ভাবে কোন পথ ধরে শান্তি আনতে পারবে। এবং কোন শ্রেণীর লোকের কি উপকার হবে।

কথাটাকে একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাতে চাই। যেমন ধরুন কেউ কাউকে বলল যে– ডাব খাও, এতে খুব উপকার হবে। কিন্তু বলা হল না যে কি উপকার হবে। তাহ'লে আপনার কথা মত সে ডাব যে খাবেই তা আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন না। মানুষ আপনার ডাব খাওয়ার কথাকে বড় জোর এইভাবে গ্রহণ করবে যে এত কি আর লাভ হবে, এতে পানির পিপাসা নিবারণ হবে এবং বেশী কিছু হলেও গরমের সময় ডাব খেলে শরীরটা না হয় একটু ঠান্ডা হবে। কিন্তু যদি বলেন কিড্‌নির একমাত্র ঔষুধ কচি ডাবের পানি। কাজেই কিড্‌নি যাদের একেবারে নষ্ট হয়নি তারা যদি প্রত্যহ ৩টা করে কচি ডাবের পানি পান করে তবে কিড্‌নির রোগ দুর হবে। তাহলে দেখবেন ৫ টাকার ডাব কিড্‌নির রুগীরা ১০ টাকা দিয়েও কিনে খাবে। ঠিক তেমনই যদি বলা যায় যে, রসুন খেলে এতে বহুত উপকার আছে তাহলে আপনার কথায় কেউ রসুন খেতে আগ্রহী হবে না। কিন্তু যদি বলেন উচ্চ রক্তচাপ একটা মারাত্মক ব্যধি। এতে মানুষ যে কোন মুহূর্তে মরে যেতে পারে, কিন্তু কেউ যদি নিয়মিত নির্দিষ্ট পরিমাণ রসুন খায় তবে তার রক্তের উচ্চ চাপ কমে যাবে এবং ব্লাড প্রেসার রোগ সেরেই যাবে। তাহলে দেখবেন প্রত্যেক প্রেসারের রুগী রসুন কিনবেই

www.pathagar.com

এবং নির্দিষ্ট নিয়মে খাবেই। তা রসুনের মূল্য যতই বেশী হোক না কেন। আর যদি বলা যায় যে, কাচা লবন, চর্বিওয়ালা গোস্ত, ডিমের কুসুম এগুলিতে উচ্চ রক্ত চাপ বাড়ে আর শাক সবজিতে উচ্চ রক্ত চাপ কমে, তাহলে দেখবেন যত সব উচ্চ রক্ত চাপের রুগী আছে তারা চর্বি, ডিম ও চর্বিওয়ালা গোস্তের ধারে কাছেও যাবে না, এবং কাচা লবনও ত্যাগ করবে। আর শাক সবজি বেশী বেশী করে খাবে। তেমনই যদি বলা যায় যে অর্জুন ছালে বহুত উপকারীতা আছে, তাহ'লে ঐ অতটুকু কথার গুরুত্ব দিয়ে কেউই অর্জুন ছাল খোঁজ করবে না। আর যদি বলেন যে, হার্টের একমাত্র ঔষুধ অর্জুন ছাল। তাহ'লে দেখবেন তারা টাকা পয়সা খরচ করেও অর্জুন ছাল যোগাড় করবেই এবং তা চায়ের মত করে জ্বাল দিয়ে গরুর দুধ ও চিনি মিশ্রিত করে কবিরাজের পরামর্শ মত তা খাবেই।

আপনারা অবশ্য লক্ষ্য করেছেন মানুষ যতদিন জানত না যে পেয়ারা, পেপে, লাল শাক, বেল, ইত্যাদি ফলের এবং শাক সবজির কোনটা থেকে কি উপকার পাওয়া যায় ততদিন ওগুলি খুব সস্তা দরে কেনা যেত; কিন্তু মানুষ যখনই তার উপকার কিছু কিছু করে জেনে ফেলেছে তখনই ও সবের দাম পূর্বের চাইতে অনেক বেড়ে গেছে। ঠিক তেমনই কলমি শাক ও কচুর পাতার উপকারীতা মানুষ যখন জেনে ফেলবে তখন দেখবেন তাও কত বেশী দামে কিনতে হবে। ঠিক তেমনই ভাবে যদি বলা যেত যে, ইসলামী আইনে কার কি লাভ এবং তা কোন্ পথে কিভাবে আসবে, তাহ'লে দেখতেন ইসলামী আইনে– যাদের উপকার আছে তারা তা কায়েম না করেই ছাড়ত না। তাতে জীবন গেলেও তারা তা কায়েম করতে পিছপা হত না– যেমন হননি রসুল (দঃ)–এর সাহাবীগণ (রাঃ)।

www.pathagar.com

কিন্তু যদি আমরা এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে ইসলামী আইন কায়েম হলে দেশে শান্তি আসবে তাহলে এতটুকু কথাতেই মানুষ ইসলামের জন্যে পাগল হবে না। কাজেই বলতে হবে ঐরূপ যেমন উদাহরণ দিয়েছি যে, ডাবে কার কি উপকার, রসুনে কার কি উপকার, অর্জুন ছালে কার কি উপকার, এইরূপ। যদি সব শ্রেণীর লোকদেরকে বুঝিয়ে বলতে পারতাম যে- ইসলামী আইনে কোন শ্রেণীর লোকের নিকট কোন্ পথ ধরে কি উপকার কি ভাবে আসবে তাহলে যারাই বুঝত যে- আমাদের এই উপকার আছে ইসলামী আইনে। তারা মরিয়া হয়ে লেগে যেত ইসলামী আইন কায়েম করতে। আর যদি তা বুঝাতে না পারি তাহ'লে ইসলামী আইনে যাদের ক্ষতি তারা তো সে বিষয়ে পূর্ব থেকেই সচেতন। তাই ইসলামী আইনে যাদের দারুণ লাভ ওরা তাদেরকে (ইসলামী যাদের ক্ষতি) বুঝাবে যে ইসলামী আইন দারুণ ক্ষতিকর। কাজেই তোমরা ইসলামী আইন কায়েমের যতরূপে পার বিরোধিতা করবে। আর নিরীহ জনগণ তাদের কথাই শুনবে যারা তাদের সর্বনাশ করতে চায়। (যা আমার পরবর্তী আলোচনায় প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ।) তারা না বুঝেই ইসলামী আইনের বিরোধিতা করবে। অথচ ইসলামই তাদের প্রকৃত ত্রান কর্তা। কিন্তু যদি তাদের বুঝিয়ে বলতে পারতাম যে ইসলামী আইনে কার কি লাভ তাহ'লে তারা অবশ্যই এর বিরোধিতা করত না। তারা ইসলামের স্বার্থে না হলেও নিজেদের স্বার্থে ইসলামী আইন কায়েম করার আন্দোলনে শরীক হয়ে পড়তই।

এ কারণেই আমি খুব সংক্ষেপেই অন্ততঃ আমাদের দেশবাসীকে জানাতে চাই যে, ইসলামী আইনে কার কি লাভ এবং তা কোন্ শ্রেণীর লোকের কাছে আসবে কোন্ পথ ধরে।

www.pathagar.com

সেই সঙ্গে আমি এটাও দেখাতে চাই যে- ইসলামী আইনে কার কি ক্ষতি হবে। এতে সমাজের লোক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যাদের লাভ হবে তারা সবাই হয়ে পড়বে এক দলবদ্ধ। আর যাদের ক্ষতি হবে তারা হয়ে পড়বে অন্য আরেক দলবদ্ধ। যা হওয়াই উচিত। তখন দেখা যাবে কে হারে আর কে জেতে।

ইসলাম প্রিয় প্রতিটি মুসলমান ভাই বোনদের প্রতি আমার অনুরোধ যে, বইটা নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়তে দিন। আর যারা পড়তে না পারে তাদেরকে একত্রিত করে বা তাদের বা তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে পড়ে শুনান যেন সবাই বুঝতে পারে যে- ইসলামী আইনে তাদের কার কি লাভ। আর কেউই যেন ইসলামী আইনের উপকারীতা বুঝতে বাদ না থাকে।

তাহ'লেই একমাত্র আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দেয়া যাবে যে, আল্লাহ আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেছি। নইলে আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দেয়ার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না কেউই। আশা করি এটা মনে রেখেই সেই মুতাবিক কাজ করবেন।

ইতি

লেখক

www.pathagar.com

প্রথমে আলোচ্য আয়াতগুলির ভাবার্থ

সূরা আর রহমানের শুরুতে যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ যেমন আকাশে ভারসাম্য কায়েম করেছেন যার ফলে আকাশের প্রতিটি গ্রহ নক্ষত্র প্রত্যেটিরই তার ঘনত্ব মুতাবিক মধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়েছেন এবং তাদের চলার পথ নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন যার ফলে আকাশ রাজ্যে কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হচ্ছে না। ঠিক তেমনই মানুষকেও বলা হচ্ছে তোমরাও জাতীয় সম্পদ বন্টনের বেলায় ভারসাম্য ও ইনসাফ কায়েম কর যেন আকাশ রাজ্যের ন্যায় পৃথিবীতেও মানুষের সমাজে যেন বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়।

আল্লাহ সূরা আ'রাফের মধ্যেও বলেছেন তোমরা কাউকে কোন দিক দিয়ে ক্ষতি গ্রস্থ কর না। কিন্তু আমরা জানিনা যে,

১। জাতীয় সম্পদ বন্টনে কি ভাবে ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে এবং

২। কোন্ দিক দিয়ে কে কাকে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এবং এই ক্ষতির হাত থেকে কি ভাবে বাঁচা যায় এবং তাতে কার কি পরিমাণ লাভ হতে পারে তা আমাদের পরিস্কার ভাবে জানা দরকার।

আর সূরা সফ্ফের মধ্যে আল্লাহ যে বলছেন ইসলামী আইন কাফের মুশরিকরা সহ্য করতে পারবে না। কেন তা পারবে না, তাদেরই বা কি ক্ষতি? ইসলামী আইনে এ সবই আমাদের স্পষ্ট করে জানার এবং লোকদের জানানোর দরকার। তাই ইসলামী আইনে কার কি ক্ষতি আর কার কি লাভ তা একটু ব্যাখ্যা করে এতে লেখা হয়েছে, যেন সবাই আমরা তা জানতে পারি।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়–

ইসলামী আইনে কার কি লাভ–

১। কৃষিজীবিদের কি লাভ।?

২। যারা বর্গা জমি চাষ করে তাদের কি লাভ?

৩। শ্রমিকদের কি লাভ?

৪। গৃহহারা বা বস্তিবাসীদের কি লাভ?

৫। এতিম মিসকীনদের কি লাভ?

৬ বেকার যুবকদের কি লাভ?

৭। ভিক্ষুকদের কি লাভ?

৮। ব্যবসায়ীদের কি লাভ?

৯। সাধারণ নাগরিকদের কি লাভ?

১০। ছাত্র ছাত্রীদের কি লাভ?

১১। শিক্ষকদের কি লাভ?

১২। মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের কি লাভ?

১৩। মাদ্রাসা শিক্ষকদের কি লাভ?

১৪। মসজিদের ইমাম সাহেবানদের কি লাভ?

১৫। হাফেজ কারীদের কি লাভ?

১৬। আলেম ওলামা ও বক্তাদের কি লাভ?

১৭। যারা সভা মজলিসের আয়োজন করেন তাদের কি লাভ?

১৮। সরকারী কর্মচারীদের কি লাভ এবং যারা পুলিশ বা মেলেটারীতে চাকুরী করে তাদের কি লাভ?

১৯। বেসরকারী কর্মচারীদের কি লাভ?

২০। চাকুরীর পদ প্রার্থীদের কি লাভ?

২১। নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের কি লাভ?

www.pathagar.com

২২। যারা ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে তাদের কি লাভ?

২৩। চাকর চাকরাণীদের কি লাভ?

২৪। নারী জাতীর কি লাভ?

২৫। অসহায় ও বিধবা নারীদের কি লাভ?

২৬। উচ্চ শিক্ষিত, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের কি লাভ?

২৭। মিল কলকারখানা ও বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের মালিক ও কর্মচারীদের কি লাভ?

২৮। সাধারণ যাত্রীদের কি লাভ?

২৯। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কি লাভ?

৩০। কবি সাহিত্যিক ও গবেষকদের কি লাভ?

৩১। সাংবাদিকদের কি লাভ?

৩২। কুলি, মুচি, ম্যাথর তাদের কি লাভ?

৩৩। যারা বিচার প্রার্থী তাদের কি লাভ?

৩৪। যারা বিচারক তাদের কি লাভ?

৩৫। যারা মজলুম বা অত্যাচারীত তাদের কি লাভ?

৩৬। যারা নওমুসলিম তাদের কি লাভ?

ইসলামী আইনে যাদের ক্ষতি তাদের কার কি ক্ষতি–

১। যারা রাজ ক্ষমতার মালিক তাদের কি ক্ষতি?

২। যারা কোটিপতি তাদের কি ক্ষতি?

৩। যারা পীর মুরশীদ তাদের কি ক্ষতি?

৪। যারা খুব উচ্চ পর্যায়ের চাকুরীজীবি তাদের কি ক্ষতি?

৫। যারা চোর–ডাকাত, ধোকাবাজ–ফাঁকিবাজ তাদের কি ক্ষতি?

৬। যারা মদখোর, জেনাখোর তাদের কি ক্ষতি?

www.pathagar.com

৭। যারা চোরা চালানী তাদের কি ক্ষতি?

৮। যারা অসৎ ও ভেজাল-ব্যবসায়ী তাদের কি ক্ষতি?

৯। যারা সুদখোর, ঘুষখোর তাদের কি ক্ষতি?

মোটামুটি এই ছোট্ট পুস্তিকায় ৩৬ শ্রেণীর লোকের কি লাভ এবং নয় শ্রেণীর লোকের কি ক্ষতি এইটাই দেখান হয়েছে। দেখান হয়েছে অত্যন্ত সহজ বোধ্য করে যেন বুঝতে কোন ওস্তাদ দরকার না হয় এবং লেখা হয়েছে খাস করে তাদের জন্যে যারা খুবই কম শিক্ষিত এবং সাধারণভাবে সবাইয়ের জন্যে। ইচ্ছা রইল পরবর্তিতে আরো বিস্তারিত লিখতে। কারণ যতটুকু লেখা হয়েছে তাতেই সমাজের লোক দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। কারণ যারা দেখবে ইসলামী আইনে আমাদের লাভ তারা সবাই জানপ্রাণ দিয়ে হলেও ইসলামী আইন চাইবে এবং ইসলামী আইনের জন্যে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলবে। তখন ক্ষমতাধরগণ বাধ্য হবে ইসলামী আইন বহাল করতে। যেমন এইমাত্র কদিন পূর্বে ইরানে একটা কিছু ঘটতে দেখলাম।

আর যারা দেখবে যে ইসলামী আইনে তাদের ক্ষতি তারা জান-জীবন দিয়ে হলেও ইসলামী আইন কায়েম হওয়ার পথে যত প্রকার শক্তি তাদের হাতে আছে সব কিছুই ব্যবহার করবে যেন কোন প্রকারেই ইসলামী আন্দোলন দেশে গড়ে উঠতে না পারে এবং যেন ইসলামী হুকুমত কায়েম না হয়।

এই দুই দলের মধ্যে একটা সংঘর্ষ হবেই। এর পর জয়লাভ করবে তারাই যাদের পক্ষে খোদ আল্লাহ থাকবেন এবং পরাজিত হবে তারাই যাদের পক্ষে স্বয়ং আল্লাহ থাকবেন না।

তবে ইসলাম পন্থীদেরকে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে যেমন রসুল (দঃ) এর জামানায় যারা ইসলামী সমাজ কায়েম করতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন তাদের উপর যে বাধা এসেছিল তা আসবেই। এবং আল্লাহর রসুল (দঃ) জিহাদের ময়দানে টিকে থাকার কারণে তিনি যে সাহায্য পেয়েছিলেন এখনকার যারা ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ হবেন তারাও সেইভাবে আল্লাহর সাহায্য পাবেনই, তবে শুধু দরকার মাত্র ময়দানে টিকে থাকার।

এবার আলোচনা হবে লাভ ক্ষতি সম্পর্কে–

এ আলোচনার পূর্বেই পাঠক পাঠিকাদের অবগতির জন্যে জানিয়ে দেয়া দরকার যে– লাভ ক্ষতির মৌলিক কারণগুলি কি? তাহচ্ছেঃ

১। ঈমান। যা বিহনে সবাই নিজে লাভবান হতে চায় এবং অন্যের প্রতি কোন দরদ থাকে না এবং পরকালের ভয়ও থাকে না।

২। অর্থনৈতিক কারণ– যার কারণে ধনীরা দেখবে ইসলামী আইন কায়েম হলে তাদের মাথায়বাড়ি পড়বে।

৩। আল্লাহর আইনে মানুষের উপর কোন মানুষ প্রভুত্ব করতে পারে না। কিন্তু প্রভুত্বের লোভ যাদের মাথায় ঢুকে গেছে তারা জান গেলেও প্রভুত্ব ছাড়তে চায় না।

আমি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে যেটুকু খরব রাখি তা হচ্ছেঃ

১। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদের মালিক দেশের শতকরা ৫ জন লোক মাত্র। আর

২। দেশের শতকরা ২০ ভাগ সম্পদের মালিক দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ।

৫% লোকের হাতে এ অর্থ গরীবদের কাছ থেকে কোন্ পথ ধরে যায়, তা এতে এমন সহজ করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি যে, ১টা প্রাইমারী স্কুলের ছেলেও যেন বোঝে। আর যা বড় বড় শিক্ষিত লোকগুলি জানেন তা আলোচনায় আনার দরকার মনে করি নি।

www.pathagar.com

১। কৃষিজীবিদের কি লাভ?

আমি প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব এবং খুবই সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করব। বাকী আল্লাহর ইচ্ছা।

ধরা যাক একজন পাটচাষী প্রতি বছর ৫০ মন পাট উৎপাদন করে, এই উৎপাদনের জন্যে তার ভূমির প্রয়োজন, সে ভূমির খাজনা তাকে দিতে হয়। হালের গরু তাকে কিনতে হয়, তাকেই বীজ কেনা লাগে। এরপর একটানা প্রায় ৪ মাস ধরে তার পিছনে নিজে ও আরো কিছু দিন মজুরদের শ্রম দেয়ার পরই তা ঘরে ওঠে। এতে ধরুন সবকিছু দিয়ে তাদের পাট উৎপাদনের খরচ পড়ল মণ প্রতি ৪০০/= টাকা এটা আমি এই ভাবে ধরেছি যে ধরুন একটানা ৪ মাস হয়ত কোন সময় ২/৩ জন আর কোন সময় ৭-৮ জন ক্ষেত মজুরের দৈনিক মজুরী কম পক্ষে ৩০ টাকা করে দিতে হয়েছে। সার খরচ দিতে হয়েছে, নিজেকে তাদের সাথে কাজ করতে হয়েছে। এ ছাড়া বীজ কিনতে হয়েছে, অন্ততঃ ১০,০০০/= টাকা দিয়ে চাষের দুটো গরু কিনতে হয়েছে। আর প্রায় দুই/তিন লাখ টাকার জমি ব্যবহার করতে হয়েছে। তবেই ৫০ মণ পাট সে ঘরে উঠাতে পেরেছে। এরপর ধরুণ কিছু খারাব পাট ৪০০/= টাকা মণ দরে আর একটু ভাল পাট বড় জোর ৫০০/= টাকা মণ দরে বিক্রি করল। এতে চাষীর লাভ হল কি? তার লাভ মাত্র এতটুকুই যে তার জমি ছিল বলে শ্রম দেয়ার একটা জায়গা ছিল। সেখানেই সে শ্রম দিয়েছে। সে নিজে যে শ্রম দিয়েছে ঐটুকুরই সে মজুরী পেল, তার চাইতে বেশী কিছু পেলনা। কিন্তু আপনার ঐ পাটই যখন জুট মিলওয়ালারা কিনে নেয় তখন সব চাইতে নিম্নমানের পাট দিয়ে তৈরী করল সুতলী, আর তা আপনার নিকটই বিক্রয় করল এক হাজার টাকা মণ দরে। ধরুন ৪০০/= টাকা মণ দরের এক মণ পাট দিয়ে সুতলী তৈরী করতে খরচ পড়ল মণ প্রতি ১০০/= টাকা করে, তাহলে তার

www.pathagar.com

দাম পড়ল ৪০০ + ১০০=৫০০/= টাকা এর পর মালিককে তার মিল খাটছে বলে লাভ দেন মণ প্রতি ৫০/= টাকা করে (যদিও আপনার ২/৩ লাখ টাকার জমিন বাবত কিছুই পাননি) তাহলেও এক মণ সুতলির দাম দাড়াল ৫৫০/=; টাকা কিন্তু আপনি কিনলেন ১০০০/= টাকা দিয়ে। তাহলে মাঝের এই যে ১০০০– ৫৫০ = ৪৫০/ টাকা গেল কোথায়? তা যে গেল কোথায় এটা ইসলামী আইনের দেশ হলে দেখা হবে। আসলে কিন্তু ঐ টাকা দিয়েই মানুষ কোটিপতি হচ্ছে; কিন্তু আপনি চাষী তা টেরই পাচ্ছেন না। যদি ইসলামী সমাজ হত তাহলে মাঝখানের ঐ ৪৫০/= টাকা ওটা আপনি চাষীই পেতেন। তাহলে আপনি যে পাট ৪০০/= টাকা মণ দরে বিক্রয় করেছেন তা বিক্রয় করতে পারতেন ৪০০+৪৫০=৮৫০/– টাকা মণ দরে। ধরুন ৫০/= টাকা বাদই দিলাম, তবুও তো আপনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পাটে মণ প্রতি ৪০০/= লোকসান দিচ্ছেন। কিন্তু যদি ইসলামী সমাজ হত, তাহলে আপনি ধরেই নিন আমরা পূর্বে পরাধীনই ছিলাম, এখন এই স্বাধীন হওয়ার ১৮ বছরে যদি শুধু পাট থেকে এই টাকাটা আপনি পেতেন তাহলে এই ১৮ বছরে আর কত টাকা বেশী আপনার ঘরে আসতে পারত? পারত অবশ্যই ৪০০/= টাকা x ৫০ মণ পাট x ১৮ বছর = ৩,৬০,০০০/= তিন লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

ইসলামী আইনের সমাজ না থাকার কারণে আপনি ১৮ বছরে শুধু পাটে ঠকেছেন তিন লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। আর অপর দিকে আপনাকে প্রতি বছরই কাপড় কিনতে হয়। এই কাপড় যে তুলায় তৈরী হয় তার ১ মণ তুলার দাম কত। এক মণ তুলায় ১ মণ সুতা তৈরী করতে খরচ হয় কত, আর সে সুতা বিক্রয় হয় কত টাকা মণ দরে এবং এক মণ কাপড় তৈরী করতে মণ প্রতি কত খরচ পড়ে, এ সবকিছু হিসাব করে দেখা হবে ইসলামী আইনের সমাজে। তখন হয়ত যে কাপড়টা এখন

www.pathagar.com

কিনছেন ২০০/= টাকা দিয়ে তখন অর্থাৎ ইসলামী সমাজে তা হয়ত কিনতে পারবেন ১০০/= টাকা বা তারও কম দামে। ধরুন আপনার পরিবারের প্রত্যেকের জন্য যদি আপনি বছরে, ১০ জনের পরিবারে জন প্রতি খুব কমে হলেও ৬০০/= টাকার কাপড় কিনে থাকেন (অবশ্য আমি জানি যে প্রতি ঈদেই জনপ্রতি গড়ে হাজার টাকার কাপড়ও অনেক পরিবারে কিনে থাকে। তবুও আমি কম করেই ধরলাম) তাহলেও বছরে গড়ে ১০ জনের জন্যে কিনতে হয় ৬০০ x ১০ = ৬,০০০/= টাকার কাপড়। এতে আপনি ঠকলেন কত? কম পক্ষে ৬০০০-৩০০০=৩০০০/= টাকা করে। এটা যদি আপনি না ঠকতেন তাহলে আপনার এই ১৮ বছরে কাপড় থেকে বাঁচত ৩০০০ x ১৮ = ৫৪,০০০ টাকা। পাট থেকে ঠকেছেন ৩ লাখ ৬০ হাজার = আর কাপড়ে ঠকলেন ৫৪ হাজার। এইভাবে প্রত্যেকটি ব্যাপারে যা কিনেন তা কিনেন বেশী দাম দিয়ে। আর যা বিক্রয় করেন তা বিক্রয় করেন কম দামে। এতে এই ১৮ বছরে প্রতি কৃষকেই যদি গড়ে ৪ লাখ টাকা ঠকে থাকে, আর ইসলামী সমাজ কায়েম হলে গড়ে প্রতি কৃষকের ঘরে এতদিন কম পক্ষে ৪ লাখ টাকা জমা হত। এ বুঝটা যদি কৃষকদের ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া যেত তাহলে দেখতেন দেশের শতকরা ৮০ ভাগ কৃষকের এমন এক বিস্ফোরণ ঘটত যে কোন শক্তিই তা ঠেকাতে পারত না। তারা এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র করেই ছাড়ত।

এটা সংক্ষেপে বলা হল কৃষকদের কথা।

২। আর যারা বর্গা জমি চাষ করে তারাই ঠকে সব চাইতে বড় ঠকা। তারই শ্রমে যে ফসল উৎপন্ন হয় তার অর্দ্ধেক নিয়ে যায় ভূমির মালিক, বিনা শ্রম দেয়ায় আর যে ব্যক্তি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপন্ন করল সে পেল অর্দ্ধেক। ফলে যারা শ্রম দিল তারা থাকে না

www.pathagar.com

খেয়ে, আর যারা শ্রম দিলনা তারা একেতো অন্য ব্যবসা বাণিজ্য করে বা চাকুরী-বাকুরী করে একদিকে আয় করে, অপর দিকে কিছু ভূমির মালিক হওয়ার কারণে যাদের শ্রম দেয়ার কোন ক্ষেত্র নেই তাদেরকে খাটিয়ে নিজে মোটে না খেটে নিল অর্ধেক। এটা ইসলামী সমাজ হলে চলবে না। তখন ইসলামী সমাজ যুক্তি সংগত যে কোন একটা ব্যবস্থা করবে। হয়ত মালিকের জন্যে ফসলের একটা সর্বনিম্ন ভাগ হয়ত $\frac{১}{৮}$ অংশ এভাবে ঠিক করে দিতে পারে অথবা এরূপও করতে পারে যে, যারা নিজ হাতে চাষ করবে না তারা ভূমির মালিক থাকতে পারবে না। অথবা এমনও করতে পারে যে, কেউ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিক থাকতে পারবে। তার চাইতে বেশী জমি সরকার খাস করে নিয়ে তা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিতরণও করে দিতে পারে। যাই করুক এমন একটা কিছু করবে যাতে আকাশ ছোঁয়া যে পার্থক্য বর্তমানে আছে তা থাকবে না। মাথা পিছু কারো হবে ৪ লাখ টাকা আয় কারো হবে ১০ টাকা। এই ব্যবধান কমিয়ে ১ঃ২০ এর মধ্যে আনা হবে। আর এমনটি হলেই কেউ আর যাকাত নেয়ার মত থাকবে না। সবাই হবে যাকাত দেয়ার মত ধনী। যেমন হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে। তখন সারা আরব দেশে একটা ভিক্ষুকও পাওয়া যায়নি।

চাষীদের বাস্তব দূরাবস্থার কথা তুলে ধরার জন্যেই একটা গান রচনা করা হয়েছে যাতে চাষীদের মধ্যকার করুণ অবস্থাটাই ফুটে উঠেছে। মানুষ অবাক বিস্ময়ে একদিন দেখবে (যদি এটা ইসলামী আইনের দেশ হয়) তাহ'লে ঐ গান তখন অচল হয়ে যাবে। যে গানটির শুরু হচ্ছে-

www.pathagar.com

'আমরা সবার আহার যোগাই
আর, আমরা না পাই খাইতে
ও বাজান চল যাই মাঠে লাঙ্গল বাইতে'

ইসলামী আইনের দেশ হলে এ ধরনের আর কেউই কোন গান রচনা করতে পারবে না। এই ধরনের গান যাতে চাষীদের করুণ অবস্থার বাস্তব ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তা আর তুলে ধরা লাগবে না।

কৃষকদের খাজনা মাপের অন্তরালে

আমাদের শেখ সাহেব কিয়ামত পর্যন্ত খাজনা মাফ করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু একথা কেউ কি চিন্তা করে থাকি যে খাজনায় যে অর্থ সরকারের আয় হয় সে অর্থটা তো সরকারকে কোন না কোন স্থানে ব্যয় করতে হয। যেমন ধরুন খাজনা থেকে যে আয়টা আসত তা দিয়ে পুলিশ ও মিলিটারী কর্মচারীদের বেতন দেয়া হত। কিন্তু সরকার তো খাজনা মাফ করে দিলেন তাতে পুলিশ ও মিলিটারীদের বেতন দেয়া তো বন্ধ হলনা। তাদেরকে তো বেতন দিতেই হবে। এই বেতন দেয়ার টাকাটা সরকার পাবে কোথায়। এটাকা তো সরকারকে কোন না কোন জায়গা থেকে যোগাড় করতে হবে সেটা কোথা থেকে করবে? সেটাও কিন্তু আপনার কাছ থেকেই নেয়, কিন্তু কিভাবে তা আপনার নিকট থেকে আদায় করে আপনি তার খোঁজ রাখেন না।

এটা নেয় কয়েক প্রকারে, যথা–

১। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যা আপনাকে নিত্যই কিনতে হয়। তার দাম বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। এবং যারা সেই জিনিসের ব্যবসা করে তাদের নিকট থেকে নেয়া হয় মোটা হারে ট্যাক্স। এই ট্যাক্সের টাকাটা

www.pathagar.com

আপনাকেই দিতেহয়। আপনি কাপড় কিন্‌তে গেলেন, যে কাপড়টা আপনি ২০ টাকায় কিন্‌তে পারতেন তা আপনাকে কিনতে হল ৩০ টাকা দিয়ে তাহলে এখানে দিলেন ১০ টাকা বেশী এরপর আপনি ট্রেনে চাটগা যেতেন ১৫ টাকার টিকিটে সেখানে আপনাকে দিতে হল ৩০ টাকা এখানে দিলেন ১৫ টাকা বেশী। আপনি জুতা কিন্‌তে গেলেন– যে জুতা কিনতে পারতেন ২৫ টাকা দিয়ে তা কিনতে হল ১০০ টাকা দিয়ে এখানে দিলেন ৭৫। টাকা বেশী।

২।. আপনি আপনার পণ্য দ্রব্য যা আপনি উৎপাদন করেন এবং সরকার কিনে নিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে, যেমন ধরুন পাটের কথাই ধরা যাক, যারা পাট ব্যবসায়ী তাদেরকে একখানা লাইসেন্স পেতে আমীর ওমরাদের দিতে হয় কয়েক হাজার টাকা, নইলে লাইসেন্স পাবেন না। এরপর আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, যে টাকা আপনাকে দিলাম তা আমি উসুল করব কি করে? আপনাকে বলে দেয়া হল পাট একটু কম দামে কিনুন তাহ'লেই উসুল হয়ে যাবে। এরপরও ঐ ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে নেবে মোটা অংকের ট্যাক্স, যেটা দিয়ে ঐ খাজনার টাকাটা উসুল করবে। তখন ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা করবে, আমি পাট ব্যবসা করতে গিয়ে এতটাকা ট্যাক্স দেব কোত্থেকে। আপনাকে বলা হবে পাট কিনবেন আরো একটু কম দামে তাহলেই এই ট্যাক্সের টাকা তোমার উসুল হয়ে যাবে।

এইভাবে বিভিন্ন পন্থায় খাজনার টাকা উসুল করে। আপনি খাজনার টাকা যদি নিজে দিতেন বছরে ১০০ টাকা তাহলে দেখতেন যে এই টাকাটা আপনার পকেট থেকেই দিতে হচ্ছে। এখন আপনি খাজনার নাম করে দিলেন না ঠিকই কিন্তু পাট যেখানে বিক্রি করতে পারতেন ৫০০ টাকা করে প্রতি মণ। সেখানে প্রতি মণ বিক্রয় করলেন ৪০০ টাকা করে। এতে যদি আপনি বছরে ৫০ মণ পাট বিক্রি করতে পারেন তা

www.pathagar.com

হলে আপনাকে দিতে হয় ৫০ শত টাকা। কিন্তু খাজনা দিলে ১০০ টাকা দিলেই চলত। এভাবে আপনার কাছ থেকে খাজনা আদায় করে ৫০ গুণ বেশী। কিন্তু আপনি তা টের পান না। এভাবে খাজনা নেয়াকে বলে 'পরোক্ষ ভাবে খাজনা আদায় করা'। এতে যে খাজনার কত গুণ বেশী দিতে হয় তা কয়জনে তার খবর রাখে? কিন্তু ইসলামী আইনের দেশ হলে খাজনা আপনাকে দিতে হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে হাজার হাজার টাকা পরোক্ষভাবে খাজনা দেয়ার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারবেন। এখন যেভাবে খাজনার টাকা বিভিন্ন পন্থায় উসুল করে, তাতে যে চাষীসহ সাধারণ মানুষ কত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা ভেবে দেখলে আপনি মুর্চ্ছা যাবেন। আপনি দেখবেন শুভংকরের ফাঁকি সমাজের সর্বত্রই রয়েছে যদিও তা টের পাওয়া লোক খুবই কম।

আপনি এটাও কি ভেবে দেখেছেন, আপনি পূর্বে লেখার কাগজ কিনতেন আট আনা করে দিস্তা আর এখন কেনেন ১১ টাকা ১২ টাকা করে দিস্তা। এতে কত করে খাজনা দিচ্ছেন তা কি ভেবে দেখেছেন; কিন্তু এখন আর কাগজের মূল্য নিয়ে কোন হৈ চৈ নেই। আপনার কি মনে পড়ে পাক আমলে যখন খাজনা দিতেন তখন কোন জিনিষ কি দামে কিনতেন আর খাজনা মাফ হওয়ার পরে বেহেস্তি আমলে সব জিনিসের দাম কি ভাবে লাফে লাফে ধাপে ধাপে কি ভাবে আগুন বরাবর হতে রইল। আর মানুষও কি ভাবে না খেয়ে মরা শুরু করল।

১৯৭৪ সালের ১৩ই অক্টোবর রবিবার ইত্তেফাকের খবর শিরনাম হচ্ছে,

"ঢাকায় প্রতিদিন গড়ে ৮৪ জনের লাশ দাফন হচ্ছে–"

৭৪ সালের ৯ই নভেম্বর শনিবার দৈনিক ইত্তেফাকের খবর শিরনামঃ

www.pathagar.com

"উত্তরাঞ্চলে আনাহারে ও কলেরায় দৈনিক দেড় সহস্র লোকের মৃত্যু।"

কিন্তু হৈ চৈ সব বন্ধ। এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছায় কখনও ইসলামী আইনের দেশ হয় তবে দেখবেন হাজার বছরের মধ্যেও এই ধরনের কোন খবর, খবরের কাগজে আসবে না। কিন্তু ইসলামী আইনে যাদের ক্ষতি তারা দেখাচ্ছে যে, ইসলামী আইন খুবই বিপজ্জনক আইন, কাজেই তাকে রুখে দাড়াও। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে কি কেউ যে জান্নাতুল ফেরদৌস? আমলের (৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত) শাস্তিতে কি আবার আমাদের ফিরিয়ে নিতে চাও? দেখুন তারা কি জবাব দেয়। তাদের আমলের খতিয়ান আমার নিকট যা জমা রইল ইনশাআল্লাহ একে একে তা পরে পেতে থাকবেন। তবে গঙ্গার পানিকে আরো একটু গড়িয়ে যাওয়ার সময় দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে গা সওয়া করে নিয়ে বলতে হবে নইলে অনেকেরই গায়ে সইবে না।

প্রশ্নঃ– ইসলামী আইনে শ্রমিকদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছি। ধরে নিন আপনি আদমজি জুট মিলের একজন শ্রমিক। ধরে নিন সেখানে ২০ হাজার শ্রমিক কাজ করে (এটা প্রকৃত সংখ্যা নয় একটা উদাহরণ মাত্র) আপনারা প্রত্যেকেই মনে করুন মালিককে ডেলি আয় করে দিন ৬০ টাকা করে আর মালিক আপনাদের প্রত্যেককে দৈনিক মজুরী দেয় ২০ টাকা করে। এতে আপনার দৈনিক আয় হল ২০ টাকা। আর মালিক ২০ হাজার কর্মচারীর প্রত্যেকের নিকট থেকে আয় করল ৬০–২০=৪০ টাকা করে। তাহলে ২০ হাজার কর্মচারী মালিককে প্রত্যহ আয় করে দিল ২০ হাজার কর্মচারী x ৪০ টাকা= ৮ লক্ষ টাকা। তা হলে আয়ের আনুপাতিক

www.pathagar.com

হার দাড়াল ২০ঃ৮ লক্ষ ৮,০০,০০০ ÷ ২০ = ৪০,০০০/= চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আনুপাতিক হার হল ১ঃ ৪০,০০০ অর্থাৎ আপনার আয় যেখানে একটাকা সেখানে মালিকের আয় ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু ইসলামী সমাজ কায়েম হলে এই আয়ের ব্যবধান কমিয়ে এনে করা হবে ১ঃ২০। অর্থাৎ তখন আপনার আয় হবে আপনারা ২০ হাজার কর্মচারী মিলে মোট যা করবেন তা এমন ভাবে ভাগ হবে যেন আপনারা যা মজুরী পাবেন মালিক (যেহেতু লাভ লোকসানের ঝুঁকি বহন করে তাই) পাবেন তার ২০ গুণ বেশী। বর্তমানে যেখানে দেখা যাচ্ছে মালিক আপনার চাইতে ৪০হাজার গুন বেশী পাচ্ছে সেখানে পাবে মাত্র ২০ গুণ বেশী। এতে আপনার আয় বেড়ে হবে অন্ততঃ পক্ষে ২০ টাকার স্থলে ৫০ টাকা .৫০ পয়সা। আর মালিক শ্রমিকদের মাথা পিছু যদি .৫০ পয়সা আয় করে তবুও তার আয় হবে প্রত্যেহ ১০ হাজার টাকা। আর আপনার আয় ২০ টাকা থেকে বেড়ে হবে ৫৯.৫০ টাকা প্রত্যহ। আর মালিকের আয কমে যাবে প্রত্যহ ৮,০০,০০০– ১০,০০০ = ৭ লাখ ৯০ হাজার টাকা। তাহলে বুঝলেন তো ইসলামী আইনে কার লাভ আর কার ক্ষতি। যাদের ক্ষতি তারা তা ভালই বোঝে; কিন্তু বোঝে না যাদের লাভ তারাই। তারা প্রত্যেহ কতটাকা ইসলামী আইন মুতাবিক মালিককে বেশী দিচ্ছে তা যদি আমাদের আলেম সমাজ তাদেরকে এভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাতে পারতেন তাহলে দেখতেন এক দলে পেতেন ২০ হাজার শ্রমিক যারা চাইত যে ইসলামী আইন কায়েম করেই ছাড়ব। আর মালিক পক্ষে পড়ত ২০ হাজারের বিপক্ষে মাত্র ১ জন। যে একজন ২০ হাজার কর্মচারী এক সঙ্গে একটা ফুঁক দিলেই উড়ে চলে যেত। এই ভাবে ইসলামী আইনের দেশ কায়েম হত। ফলে শ্রমিকরাও একজন প্রকৃত ভদ্র লোকের মত জীবন যাপন করতে পারত। আর আল্লাহ এইটাই চান যে তারই বান্দা যারা তার কাছে সবাই

www.pathagar.com

সমান। তারা দুনিয়াতে বসবাস করুক সবাই সমমর্যাদা নিয়ে। কিন্তু বুঝল না তা কপাল পোড়া গরীবেরা। আমি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করি আল্লাহ তুমি এই কপাল পোড়াদের একটু বুদ্ধি দাও। আল্লাহ তাদের সচেতন করে গড়ে তোল যেন তারা তাদের নিজেদের সত্যিকার মর্যাদা বুঝতে পারে। আমীন। ছুম্মা আমীন।

প্রশ্নঃ—গৃহহারা ও সর্বহারাদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- ঠিক ন্যায় সঙ্গতভাবে যাকাত আদায় করা হবে যাতে প্রতি বছর কয়েক শত কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারবে। তা দিয়ে এদের ঘর বাড়ী এবং আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে যেন তারাও উপর তালার লোকদের সঙ্গে সমান ভাবে ভদ্রোচিতভাবে জীবন যাপন করতে পারে। কারণ গরীবরাও যে আল্লাহর বান্দা ধনীরাও সেই একই আল্লাহর বান্দা। আর ধনীদের যে ধন দৌলত তারও মূল মালিক যিনি গরীবদেরও মূল মালিক তিনি। কাজেই ধনীদের নিকট যে যাকাত পাওনা তা তাদের কোন দয়ার দান না, তা আল্লাহর পাওনা। যে পাওনার অধিকারী হচ্ছে সেই আল্লাহরই গরীব বান্দারা। কাজেই গরীবরা যা পাবে তা কারো করুণার দান নয়, এটা তাদের ন্যায্য পাওনা। এ পাওনা ইসলামী আইনের দেশে তাদের দিতেই হবে। তখন দেশের অবস্থা হবে এমন যেমন হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদার আমলে যে যাকাত নেয়ার মত আর কোন গরীব লোকই পাওয়া যেত না। এখনও তাই হবে যদি এটা ইসলামী আইনের দেশ হয়।

প্রশ্নঃ— এতিম মিসকিনদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- ইসলামী সরকার তাদের সব কিছুর ভার বহন করবে। ইসলামী সরকারই হবে তাদের পিতা-মাতা। তারা জানতেও পারবেনা, যে তারা এতিম হয়ে কিছু হারিয়েছে কিনা।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ– ভিক্ষুকদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– সরকার তাদের লিষ্ট তৈরী করবে এবং জীবনে কখনও যেন ভিক্ষা করতে না হয় সে ব্যবস্থা ইসলামী সরকার করবে। কারণ এটা হবে ইসলামী সরকারের একটা দায়িত্ব।

প্রশ্নঃ– বেকার যুবকদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– তাদের বিনা খরচে কোন না কোন কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যে ট্রেনিং দেয়া হবে এবং যতদিন না তাদের কোন চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারবে ততদিন বেকার ভাতা দেয়া হবে। যেমন দেয়া হত পূর্বেকার ইসলামী সমাজে।

তাছাড়া বিদেশে চাকুরীর ব্যাপারে যে অনিয়ম রয়েছে তা আর থাকবে না। বর্তমানে বিদেশে চাকুরী তারাই করতে পারে যারা লাখ খানেক টাকা খরচ করতে পারে। অথচ এক লাখ টাকা দিয়ে দেশের মধ্যেই এমন ব্যবসা করা যায় যা থেকে বিদেশের আয়ের চাইতে দেশের মধ্যেই ভাল আয় করা যায়। তবে বিদেশে গিয়ে তারা লাখ লাখ টাকা আয় করার সুযোগ পায় ঠিকই ফলে তারা যখন লাখ লাখ টাকা আয় করে দেশে ফেরে তখন উচিৎ মূল্যের চাইতে বেশী মূল্য দিয়ে জায়গা জমি কিনে। একদিকে গরীব চাষীদের জমি কিনে তারা হয়ে যাচ্ছে বহু জায়গা জমির মালিক আরেকদিকে গরীব কৃষকদের হাতে জায়গা–জমি যা ছিল তা তারা ভাতের অভাবে বিক্রি করে দিয়ে ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে। ফলে গ্রামে কয়েক বছর পূর্বেও মধ্যবৃত্ত ও গরীব নামে দুটি শ্রেণী ছিল আর একটা শ্রেণী ছিল যাদের গ্রামে বাড়ী থাকলেও তারা টাউনবাসী হয়ে তারা অর্থের দিক থেকে উচ্চ শ্রেণী ভূক্ত হয়ে রয়েছে। ফলে দেশে ৩ টে শ্রেণী ছিল যথা– (১) অর্থের দিক দিয়ে অতি উচ্চ শ্রেণী (২) মধ্যম শ্রেণী (৩) নিম্ন শ্রেণী। এখন যারা কমপক্ষে ৫০/৬০

www.pathagar.com

হাজার থেকে লাখ দেড় লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে চাকুরী করতেছে তারা হয়ে যাচ্ছে উচ্চ শ্রেণীর ধনী। যারা মধ্যম শ্রেণী বলে যে শ্রেণীটা ছিল তা আর থাকছে না। তারা অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীটা হয়ে পড়ছে একেবারে গৃহহারা। ফলে যারা বিদেশে চাকুরী করে তাদের সাথে সমান ভাবে তাল দিয়ে চলা গ্রাম্য গরীবদের জন্যে ক্রমান্বয়ে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এছাড়া বিদেশে লোক পাঠানোর নামে গড়ে উঠেছে এক শ্রেণীর চীটার, যারা এই বাংলাদেশের কত যে পরিবারকে ভিটে ছাড়া করে দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গেছে তার কোন হিসাব লেখাযোখা নেই। তবে আমরা প্রত্যেকেই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি যে কত পরিবার জায়গা জমি ঘর-বাড়ী নৌকা-গাড়ী হালের গরু ইত্যাদি বিক্রয় করে চীটারদের হাতে দিয়েছে আর তারা সেই সব লোকদের ধন মাল লুটে নিয়ে দিব্যি হজম করে ফেলছে। এটা যদি ইসলামী আইনের দেশ হত তাহ'লে এদের একটা নয়া পয়সাও কেউ হজম করতে পারত না। একটা একটা নয়া পয়সা এক একটা বিষধর সাপ হয়ে তার পেট ফুড়ে বেরুত এবং তাদের সমস্ত শরীরটাকে কামড়ে বিষে জর্জরিত করতে থাকত। পরের একটা নয়া পয়সাও কেউ হজম করতে পারত না। এতে যে কত পরিবার ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়েছে কে তার হিসাব রাখে। আমি একদিন এক রিকসায় আসার সময় রিকসাওয়ালাকে আমার পূর্ব অভ্যাস মুতাবিক তার নাম ঠিকানা, লেখা পড়ার যোগ্যতা জিজ্ঞাসার জবাবে বলল, "আমি আই, এ, পাশ করেছি, বিদেশে যাওয়ার জন্যে একজনকে বাড়ীর সব কিছু বিক্রয় করে ৮৫ হাজার টাকা দিয়েছি। এ টাকা নিয়ে সে কোথায় উধাও হয়ে চলে গেছে তার কোন খোঁজ নেই। ওদিকে বাড়ীতে মা বাপ আছে, বিয়ে করেছিলাম, একটা সন্তানও হয়েছে, তাদের আহাজারী সহ্য করতে না পেরে অগত্যা ঢাকায় এসে

www.pathagar.com

রিকসা চালাচ্ছি। বলল, (কাঁদতে কাঁদতে) হুজুর লেখা পড়া যে জানি তা কাউকে বলি না। কাউকে পরিচয়ও দেই না, মনের কষ্টে কি আর করব, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে রিকসা চালাব আর এর থেকে যা কিছু আয় হয় তাই বাড়ী পাঠাব। তাই করি। বাড়ীর লোক জানে যে আমি ঢাকায় একটা ছোটখাট চাকুরী বোধ হয় করি, কিন্তু লেখা পড়া শিখে কি যে চাকুরী করি তা নিজেই বুঝি। সে বলল, লেখা পড়া মোটেই জানেনা এমনও লোক আসে, যারা বলে, "এই রিকশাওয়ালা অমুক জায়গায় যাবি, কত নিবি?" এই ধরনের কথা নিরবে সহ্য করি। কি করব, চালাই রিকসা, কেউ তুই বললে তো তার প্রতিবাদ করার উপায় নেই।" এইভাবে তার কাহিনী শুনতে শুনতে লাল মাটিয়া মসজিদ সমাজের এক অনুষ্ঠান থেকে মগবাজার নয়াটোলা পর্যন্ত আসলাম। এই ধরনের কত যে কাহিনী শুনেছি তা বলে শেষ করা যাবে না।

আমার নিজ গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক–জনাব আঃ মুত্তালিব মিয়া তার জায়গা জমি সব বিক্রয় করে (যে ব্যক্তি ছিল এলাকার মধ্যে ধনী ব্যক্তি এবং বহুত জায়গা জমির মালিক) তার ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্যে প্রায় লাখ খানেক টাকা যোগাড় করে দিলেন এক চিটারকে–সে তাকে পাঠাল সিঙ্গাপুরে। বলে পাঠাল "সেখানে প্লেন থেকে নামলেই তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমার লোক থাকবে। সে তোমাদের নিয়ে চাকুরী স্থলে পৌঁছে দেবে এবং সব কিছু ঠিকঠাক করে দেবে।" তারা সরল বিশ্বাসে একটা দল গেল সিঙ্গাপুরে। সেখানে গিয়ে দেখে সব ভোয়া। মূলে কিছুই না। এরপর তারা কোন প্রকারে দেশে ফিরে আসল। এসেই আমাদের মাষ্টার সাহেবের ছেলেটা আমাদের বাসায় এসে উঠল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার এইমাত্র কয়েক দিন পূর্বে তুমি সিঙ্গাপুর গেলে চাকুরী করতে আর হঠাৎ করে ফিরে আসলে? সে কাঁদতে কাঁদতে তার

www.pathagar.com

পুরা কাহিনী আমাকে শুনাল। আমি সান্তনা দিয়ে অনেক বুঝিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। এইভাবে আমার একই গ্রাম থেকে ৪টা পরিবার সর্বহারা হয়েছে। পার্শ্বের গ্রাম থেকেও বহু পরিবারের খবর রাখি যারা এ ভাবে সর্বহারা হয়েছে। এতে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় সাড়ে আটষট্টি হাজার গ্রাম রয়েছে তার প্রতি গ্রাম থেকে যদি ২/৩ টা করে পরিবার এই সব চিটারদের খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হয়ে থাকে তা হলেও তো প্রায় দেড় লাখ পরিবার এইভাবে সর্বশান্ত হয়েছে। ইসলামী আইনের দেশ হলে এটা কিছুতেই হতে পারত না।

গরীব যুবকদের একটা লিষ্ট করা হত। যাদের বিদেশে যাওয়ার মত একটি টাকাও খরচ করার মত অবস্থা নেই তারাই ইসলামী সরকারের তত্ত্বাবধানে বিদেশে চাকুরী পেত। আর যারা ঘরবাড়ী জায়গা জমির মালিক পূর্ব থেকেই আছে। যাদের বিদেশের চাকুরী না করলেও চলে আর যারা বিদেশে যাওয়ার জন্যে ৫০/৬০ হাজার থেকে লাখ দেড় লাখ টাকা যোগাড় করতে পারে তাদের কাউকেই বিদেশে পাঠানোর সুযোগ প্রথমে দেয়া হত না। প্রথম সুযোগ পেত যারা একেবারে নিঃস্ব সর্বহারা, তারাই। তখন হত ইনসাফের দেশ। এখন তো দিব্যি এটা বেইনসাফদের দেশ। এ দেশটা যদি ইসলামী আইনের দেশ হত তাহলে অবশ্যই এটা বেইনসাফদের দেশ হতে পারত না।

এছাড়া যারা বেকার যুবক তারা কেউ প্রবৃত্তিগতভাবে আর কেউ টাকার অভাবে চুরি ডাকাতি ছিনতাই ইত্যাদি ব্যবসা নিজেদের জন্যে বেছে নিয়েছে। ইসলামী সমাজ হলে অবশ্যই এদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হত।

আমাদের বাংলাদেশেই এমন সম্পদ আছে যার যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে শুধু বাংলাদেশের নয়, বরং বিদেশী শ্রমিকও আমদানী করা লাগত। আমি নিজে স্বচক্ষে চন্দ্রঘোনা পেপার মিলের আশপাশ

www.pathagar.com

এলাকা ঘুরে দেখেছি, তাছাড়া বান্দরবান এলাকার এমন বহু এলাকা দেখেছি, যেখানে কাগজ তৈরীর মত বহু কাঁচামাল রয়েছে। চন্দ্রঘোণা পেপার মিলের সমতুল্য আরো ২/১ টা পেপার মিল তৈরী করা যেত। সেখানে কয়েক হাজার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেত।

এ ছাড়াও আমরা যে পাট ও চামড়া বিদেশে রপ্তানি করি তা যদি বিদেশে রপ্তানি না করে দেশের মধ্যে পাট ও চামড়াজাত দ্রব্য যা বিদেশে তৈরী হয় তা আমাদের দেশেই তৈরী হতে পারত। যেমন ধরুণ আমরা যে পাট ও চামড়া বিদেশে রপ্তানি করি, তা যায় বিদেশী জাহাজে, ফলে, আমাদেরই পাট বিদেশে পাঠানোর ভাড়াটাও পেয়ে যায় বিদেশী কোম্পানী। পরে তার থেকে যে পাটজাত ও চামড়া জাত জিনিষ পত্র তৈরী হয় তা আমরা ব্যবহারের জন্যে বিদেশ থেকেই কিনে আনি। এতে আবার শুল্কটাও মাফ পাওয়া যায় না। আর তা আনতেও হয় বিদেশী জাহাজে। এ জাহাজ ভাড়াও আমাদের দিতে হয়। কিন্তু যদি আমরা এখানেই পাটজাত দ্রব্য যা আমাদেরই পাট দিয়ে বিদেশে তৈরী হয় তা আমরাই তৈরী করে পাটের ও চামড়ার পরিবর্তে পাট ও চামড়াজাত দ্রব্য আমরাই বিদেশে রপ্তানি করতে পারতাম। এতে আমাদের বেচে যেতঃ

১। পাট বিদেশে পাঠানোর খরচ

২। বিদেশ থেকে আনার খরচ

৩। আর মোটা অংকের শুল্ক

ফলে– দেশের বহু বেকারের চাকুরীর সংস্থান হত এবং পাটজাত ও চামড়াজাত দ্রব্য যা বিদেশ থেকে আমদানী করি তা যে মূল্য দিয়ে আমাদের কিনতে হয় তা তার চাইতে অনেক কম মূল্যে কিনতে

www.pathagar.com

পারতাম। পারতাম যদি ইসলামী রাষ্ট্র হত। আরো বহু দিক থেকে আমরা লাভবান হতে পারতাম যা ছোট্ট চটি বইয়ে লেখা সম্ভব না।

প্রশ্নঃ– ব্যবসায়ীদের কি লাভ?

উত্তরঃ– ব্যবসায়ী সাধারণতঃ ৩ প্রকার বলা চলে, যথা ১। একেবারে ছোট ব্যবসায়ী, যারা তরী–তরকারী বড় দোকান থেকে কিনে এনে হয় রাস্তার পার্শ্বে বসে বিক্রয় করে অথবা ফেরী করে বিক্রয় করে।

২। মধ্যম ধরনের ব্যবসায়ী।

৩। বড় ব্যবসায়ী যারা ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসা করে। বিদেশে আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা যারা করে।

এদের মধ্যে যারা মধ্যম ধরনের ব্যবসায়ী তারা যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বা জাত ব্যবসায়ী হয় তাহলে সরকারের জাতীয় ইসলামী ব্যাংক থেকে কোন জমি সরকারের কাছে রেহেন রাখা ছাড়াই কিছু পুঁজি পেতে পারবে। যা লাভ লোকসানের ভিত্তিতে সরকার লোন দেবে। অথবা যারা একেবারে গরীব হবে অর্থাৎ যাকাত পাওয়ার উপযোগী হলে তাকে যাকাতের অর্থ থেকেই এমন অর্থ দেয়া হবে যা তাকে আর ফেরত দেয়া লাগবে না। মোটামুটি সব শ্রেণীর লোককে পূনর্বাসনের দায়ীত্ব ইসলামী সরকারই গ্রহণ করবে।

অন্যান্য ব্যবসায়ীও যারা আমদানী রপ্তানি ব্যবসা করতে গিয়ে অনেক সময় ঘুষ ছাড়া কোন কাজেই অগ্রসর হতে পারে না, তারা ঘুষ ছাড়াই যেকোন ধরনের ব্যবসা করতে পারবে। বর্তমান ব্যাংক মানুষকে টাকা লোন দেয়না, লোন দেয় জায়গা জমি, ঘর–বাড়ী ইত্যাদিকে। ফলে যারা জায়গা জমির মালিক না তারা ব্যাংক থেকে লোন পাওয়ার কোন সুযোগই পায়না। কিন্তু যদি এটা ইসলামী আইনের দেশ হয় তবে

www.pathagar.com

ব্যাংক লোন দিবে মানুষকে, জায়গা জমি বা ঘর-বাড়ীকে নয়। এবং L. C. করার ঝামেলায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারে না তারা ব্যবসায়ে ফেল তো করেই উপরন্তু মূলধণ নষ্ট করে খালি হাতে ঘরে ফিরতে হয়। যারা ঈমানকে বাদ দিয়েই ব্যবসা করতে পারে শুধু তাদেরই টিকে থাকার ব্যবস্থা আছে এ সমাজে। আর যাদেরকে ঈমান ঠিক রেখে ব্যবসা করতে হয় তারা পদে পদে মার খায়। তাদেরকে এক এক ঘাটিতে এক এক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। আর প্রত্যেকটি বাঁধাকে অপসারণ করতে অবৈধভাবে টাকা খরচ করতে হয়, অর্থাৎ কখনও ট্রাক আটকা পড়ল সেখানে কিছু দেয়া লাগে। কখনও কাউকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ না দিলে, লাইসেন্স কাগজ পত্র সব আটকা পড়ে যায়। কখনও L. C. করতেও বিভিন্ন অজুহাতে আটকা পড়ে যেতে হয়। এরপর মাথার ঘাম চোখের পানি পকেটের টাকা অনেক কিছু দিয়ে সে সব বাধা অপসারণ না করতে পারলে ব্যবসা করাই যায় না। কিন্তু ইসলামী আইনের দেশ হলে কোন ঘাটিতেই তাকে আটকা পড়তে হবে না। এবং ব্যবসায়ীরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ অবশ্যই পেতে পারবে, তবে তখন কেউ এমন কোন চোরা ফাঁক পাবে না যে ফাঁক দিয়ে ফুলে ফেপে একেবারে হঠাৎ করে কোটিপতি হয়ে পড়বে। আর এমনও হবে না যে সব কিছু ফেলে খালি হাতে ঘরে ফিরবে। প্রত্যেকে যার যার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পাবে, যেন কেউ না ঠকে। তখন যারা লোকদের মাথায়বাড়ি দেয়ার নিয়েতে ব্যবসা করতে যাবে তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে যে, ভবিষ্যতে ঐ ধরনের পথে কেউই আর পা বাড়াবে না। এখনতো কতজন কত ভাবে মার খাচ্ছে যার কোন দায়দায়ীত্ব সরকার গ্রহণ করেনা। কিন্তু ইসলামী সরকার সব ধরণের ব্যবসায়ীর প্রত্যেকটি ব্যাপারে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। মানুষ ঝামেলা মুক্ত অবস্থায় নিরাপত্তা সহকারে ব্যবসা করতে পারবে। তবে ব্যবসায়ীকে বুদ্ধি থাকা লাগবে।

www.pathagar.com

আর যারা কোন খাদ্যে বা ঔষুধে ভেজাল মিশ্রিত করে মানুষ মারার ব্যবসা করবে তারা লোক হত্যার দায়ে দায়ী সাব্যস্ত হবে। ফলে তাদের মৃত্যুদন্ড ভোগ করতে হবে। এরূপ আইন চালু হলে কোন ব্যবসায়ীই আর খাদ্যে বা যে কোন জীবন রক্ষাকারী বস্তুতে ভেজাল মিশাতে পারবে না, ওজনেও কম দিতে পারবেনা, মানুষকে কোন দিক থেকেই ঠাকাতে পারবে না। এতে পরকালে অবিশ্বাসীদের বাধ্য হয়ে সৎ ব্যবসায়ী হতে হবে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি তাদেরকেও সৎ ও ঈমানদার করে গড়ে তুলবে, ফলে তারা পরকালে জাহান্নামে শাস্তি পাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যাবে। এটা যে তাদের জন্যে কত বড় লাভ, তা তারা বেঁচে থাকতে টের না পেলেও মরে গেলে অবশ্যই টের পাবে। আর ভেজাল বন্ধ হলে দেখবেন হাসপাতালে রুগীর সংখ্যাও অনেক কমে যাবে। তখন ডাক্তারদের খাটুনি কমবে তারা জীবনে একটু আরাম পাবে।

প্রশ্নঃ– সাধারণ নাগরিকেদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– তাদের বহু লাভ হবে যথাঃ

১। যা কিনবে তা নির্ভেজাল জিনিষ পাবে।

২। বর্তমান মূল্যের চাইতে অনেক কম মূল্যে কিনতে পারবে।

৩। যা জাতীয় সম্পদ তা সবাই প্রয়োজন মতো ঠিক বিনা পয়সায় পাবে। কারণ জাতীয় সম্পদের মালিক জাতি, সরকার নয়, সরকার শুধু তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবে মাত্র।

৪। যা বিক্রয় করবে তা বেশী মূল্যে বিক্রয় করতে পারবে, বহু ধরনের পরোক্ষ ট্যাক্সের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

৫। প্রত্যেকেই বসবাসের জন্যে নিজের মালিকানায় একটা করে বাড়ী পাবে। কোন মানুষকেই বিড়াল কুকুরের মত পরের বাড়ীতে বাস করা লাগবে না।

www.pathagar.com

৬। শিক্ষা ও চিকিৎসা জাতীয় করণ করা হবে, ফলে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া শেখাতে পয়সা লাগবে না। চিকিৎসার জন্যে শুধু ডাক্তারকে বা হাসপাতালে খবরটা পৌঁছে দেয়া লাগবে মাত্র, আর বাকি সব কিছুই সরকারী তত্ত্বাবধানে হবে।

৭। আল্লাহ বলেছেন, তখন সকল প্রকার ভীতিকে নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করে দেব। (সূরা নূর ৫৫ নং আয়াত)। ফলে কোন দিক থেকেই কারো নিরাপত্তার কোন অভাব থাকবে না।

৮। ২/১টা চোরের হাত কাটা গেলে আর ২/১টা ডাকাতের এক পাশের হাত আর বিপরিত পাশের পা কাটা গেলে এবং ধর্ষণকারীদের ২/১ জনকে ১০০ দোর্রা মারলে সমাজের সব ধরণের মাস্তানি বন্ধ হয়ে যাবে। তখন রসুল (সঃ) যেমন মদিনায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এখান থেকে হাজরামাউথ পর্যন্ত (প্রায় সাড়ে সাত শত মাইল পথ) কোন সুন্দরী নারী বহু মূল্যবান জেওর গহনা পড়ে একা একা পায়ে হেঁটে গেলেও তার দিকে কেউ ফিরে চাইবে না। ঠিক সেইরূপ আমরাও টেকনাফের দক্ষিণের সমুদ্রের কুলে দাঁড়িয়ে বলতে পারব, এখান থেকে তেতুলিয়া (প্রায় ৫ শত মাইল পথ) পর্যন্ত কোন সুন্দরী মেয়ে বহু মূল্যবান জেওর গহনা পড়ে একা একা পায়ে হেঁটে গেলেও তার দিকে কেই ফিরে চাইবে না।

৯। মানুষ ঘরের দরোজা জানালা খুলে প্রকৃতির মুক্ত বাতাস ভোগ করবে আর নাক ডেকে ঘুমাবে। কেউ তার ঘরে ঢুকবে না, একমাত্র বিড়াল কুকুরেরই ভয় থাকতে পারে। কিন্তু তা সাবধান করার ব্যবস্থা সরকার করবে।

১০। ছেলে মেয়েকে বিনা ভয়ে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, অফিস-আদালত, হাটবাজার ইত্যাদি স্থানে পাঠাতে পারবে, এতে কাউকে ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে হবে না।

www.pathagar.com

এগুলি কি কম লাভ? এছাড়াও বহু ফায়দা তারা ভোগ করতে পারবে যেমন পেরেছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের সাধারণ মানুষ।

প্রশ্নঃ– ছাত্রছাত্রীদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– যতদিন তারা পড়াশুনা করবে ততদিন তাদের পড়ার খরচের জন্যে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। সরকারই সব ব্যবস্থা করবে। তারা বিনা খরচে লেখা পড়া করবে।

তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অস্ত্রমুক্ত থাকবে। তাদের পথে কোন মাস্তানের ভয় থাকবে না। নির্ভয়ে তারা চলা ফেরা করতে পারবে। কারোরই হাইজ্যাক হয়ে যাওয়ার বা এসিড দগ্ধ হওয়ার ভয় থাকবে না। এ সব ভয় চিরতরে বিদায় নেবে। যেমন সূর্য উঠলে আর অন্ধকার থাকে না ঠিক তদ্রুপই ইসলামী আইন সমাজে আসলে সমাজের সব ধরণের অন্ধকার বা পাপাচার চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ– ইসলামী আইন ছাড়া কি এরূপ শান্তির সমাজ গড়া যায় না?

উত্তরঃ– সূর্য যখন আমেরিকার আকাশে থাকে তখন বাংলাদেশে যেমন দিন সৃষ্টি করা যায় না, ঠিক তদ্রুপই ইসলামকে বাদ দিয়ে সমাজে শান্তি আনা যায় না।

তাছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে এর কি কোন প্রমাণ আছে যে ইসলাম ছাড়া কোন দেশে রসুল (দঃ) এর যুগের ন্যায় শান্তি কায়েম হয়েছিল? এ যখন পৃথিবীর সব মানুষই জানে, তার পরও কেন ইসলামকে বাদ দিয়ে শান্তি পেতে চায়, এটা কিন্তু আমার মাথায় ধরেনা।

এরপরে আমি ও আমার ন্যায় সবাইকে চিন্তা ভাবনা করতে বলব যে, ইসলামকে বাদ দিয়ে কোন সমাজে কি শান্তি এসেছিল? তা যদি না এসে থাকে তবে সেই ইসলামকে কেন বাদ দিয়ে চলতে চাই?

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ– শিক্ষকদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– (১) কোন শিক্ষককেই ছাত্রের হাতে মার খেতে হবে না।

(২) শিক্ষক প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকেরই মর্যাদা পাবে এবং তাদের মর্যাদা হবে সরকারের যে কোন কর্মচারীদের চাইতে বেশী। কারণঃ তাঁরাই হবেন ভবিষ্যত নাগরিকদের সত্যকারের সোনার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার একমাত্র মিস্ত্রি। তখন প্রতিটি শিক্ষকই তেমন মর্যাদা পাবেন যেমন মর্যাদা পেয়েছিলেন বাদশাহ্ আলমগীরের আমলের শিক্ষকগণ।

কাজেই যারা এরূপ সম্মান –মান মর্যাদা পেতে চান তাদেরই উচিৎ হবে এ দেশটাকে ইসলামী আইনের দেশে পরিণত করার জন্যে প্রথম কাতারের ভূমিকা গ্রহণ করা।

প্রশ্নঃ– মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মত তাদেরও একই লাভ হবে। তবে তারা কুরআন হাদিসের ছাত্র হওয়ার কারণে সমাজে তাদের মর্যাদা হবে ঠিক ততটুকু যতটুকু মর্যাদার নমুনা রসুলের (দঃ) যুগে ছিল।

প্রশ্নঃ– আর মাদ্রাসার শিক্ষকগণের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– সমাজে তাদের মর্যাদা কোন একজন বোজর্গ পীর সাহেবের চাইতে কম হবেনা, এবং কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের চাইতে ইসলামী সরকারের নিকট তারা বেশী মর্যাদার পাত্র হবেন। কারণ তারা হচ্ছেন আল্লাহর কালাম ও রসুল (দঃ) এর হাদিস শিক্ষা দেয়ার জন্যে শিক্ষক। তাঁদের সম্বন্ধে রসূল (সঃ) বলেন, "খাইরুকুম মান তায়াল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহ্।" অর্থাৎ মানব গোষ্ঠির মধ্যে তাঁরাই উত্তম যাঁরা কুরআনের জ্ঞান নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে

www.pathagar.com

শিক্ষা দেয়। কাজেই তাঁরা যদি এই ধরনের মান মর্যাদা পেতে চান তাহলে তাদেরকেই হতে হবে সর্ব প্রথম ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্যে নেতৃত্ব দানকারী। এবং প্রথম সারির মুজাহিদ নেতা।

প্রশ্নঃ– মসজিদের ইমাম সাহেবদের কি লাভ?

উত্তরঃ– তাঁদের সবচাইতে বড় লাভ হবে এই যে– তাঁরা কমিটির অধীন থাকবেনা না, বরং সমজিদ কমিটিই তাঁদের অধীন থাকবে। ইমাম অর্থ নেতা, নেতা যদি অনেতাদের অধীন হয়ে যায় তাহলে নেতাদের নেতা নামটাই পাল্টে দিতে হয় তখন আর ইমাম বলার কোন যুক্তি থাকে না। তাই তাদেরকে সত্যকারের ইমামের বা ধর্মীয় নেতার মর্যাদা দেয়া হবে। তবে তাদেরকে ইমাম হতে হলে কড়া ইন্টারভিউ–এর সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর তাঁরা বেতন পাবেন না, পাবেন একটা সম্মানি ভাতা। যার পরিমাণ বেতনের চাইতে বেশীও হতে পারে।

প্রশ্নঃ– হাফেজ–কারীদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– বর্তমান সমাজ হাফেজ ও কারীদের কোন চাকুরী দিতে পারে না, ইসলামী সমাজ হলে তাদের চাকুরীর একটা ব্যবস্থা হবে। মানুষ নামাজে এবং কুরআন তেলাওয়াতে যে হাজারও জায়গায় ভুল করে এই ভুল সংশোধনের জন্যে ইলমে কেরাতসহ কুরআন শিক্ষার জন্যে হাফেজদের চাহিদা সমাজে বহুত বেড়ে যাবে। তখন তাদের আর কারো মা–বাপের নামে কুরআন খতম করে ও শবীনা খতম পড়ে কিছু আয় করার ভরসায় থাকতে হবে না। তাঁরা দস্তুরমত ইলমে কেরাত শিক্ষা দেয়ার মত ওস্তাদ হতে পারবেন। এবং তাঁরা বহু উচ্চস্তরের গণ্যমান্য লোকেরও ওস্তাদ হতে পারবেন।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ—আলেম ওলামাদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- আলেম ওলামা ও বক্তাদের ট্রেনিং দিয়ে মুফাচ্ছির বানান হবে। এলোপাতাড়ী অবৈজ্ঞানিক ও সুরের ওয়াজের জামানা শেষ হয়ে যাবে। তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে উপযুক্ত ওয়ায়েজ তৈরী করে মুবাল্লিগ নিয়োগ করা হবে। তাঁদের কারো মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না যে কে কবে একটা মিলাদের বা ওয়াজের দাওয়াত দিবে আর তখনই কিছু আয়ের সুযোগ পাব। তাঁদেরকেও সমাজে কাজ দেয়া হবে এবং তখন তাঁরা ভদ্রোচিৎভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন।

প্রশ্নঃ—যারা সভা বা ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করবেন তাদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- তারা ইসলামী সরকারের ট্রেনিং প্রাপ্ত ভাল ভাল বক্তাদের বিনা পয়সায় পাবেন তখন ওয়াজ নছিহতে কোন হাসান-কাঁদান হবে না। হবে পরিষ্কারভাবে কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা দিতে যারা সক্ষম এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্ত তাদেরকেই ইসলামী সরকারের খরচে পাওয়া যাবে। এর জন্যে একটা পৃথক-বিভাগ থাকবে। আপনাকে কিছু খরচ যদি বড় জোর করতেও হয় তবে মুবাল্লিগ অফিসে বড় জোর আপনাকে কিছু চাঁদা- তাও আপনার সংগতি মুতাবিক দিতে হতে পারে অথবা নাও দিতে হতে পারে। তখন লোকদের হেদায়াত করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। তখন সে দায়ীত্ব জনগণের উপর থাকবে না, তবে যারা চাইবে একটা বড় ধরনের ওয়াজ মাহফিল করতে তখন ইসলামী সরকার আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে।

প্রশ্নঃ- সরকারী কর্মচারীদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- তাদেরকে সংসার চালাতে ২য় বা ৩য় কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে না। প্রয়োজন মিটতে পারে এরূপ বেতন পাবে

www.pathagar.com

এবং তাদেরকে সহজ সরল জীবন যাপনের ট্রেনিং দেয়া হবে। তাদেরকে ইসলামী সরকারের অধীন নূতন ট্রেনিং নিতে হবে যে, ঈমানদারীর সঙ্গে কিভাবে তাদের দায়ীত্ব পালন করতে হবে। সমাজের কাছে নয়, আল্লাহর কাছে তাদের কার কি মর্যাদা ও কার কি দায়িত্ব তা উত্তম রূপে বুঝিয়ে দেয়া হবে। তখন তারা সরকারী চাকুরী করতে গিয়ে দোজখের পথ ধরার কোন চোরা রাস্তা খোলা পাবেনা। তাদেরকে বেহেস্তের রাস্তায় চলার সুযোগ দেয়া হবে। এবং সেই রাস্তায় চলে তারা যে কি উপকৃত হবেন দুনিয়ায় বেচে থাকতে তা টের না পেলেও মরে গেলে অবশ্যই টের পাবেন।

তাদের প্রমোশনের জন্যে বসকে খুশি রাখার প্রয়োজন পড়বে না, প্রয়োজন হবে নিজের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করার।

প্রশ্নঃ– বেসরকারী কর্মচারীদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– ইসলামী সরকারের তৈরী সার্ভিস রূল মুতাবিক তাদের চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক ইচ্ছা করলেই কাউকে তেড়ে দিতে পারবে না।

প্রশ্নঃ– পুলিশ ও মিলিটারী বিভাগের চাকুরীয়াদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– একদিকে তাদের হতে হবে জনগণের খাদেম, কেউই কারো উপর রাইফেল দেখিয়ে নির্যাতন চালাতে পারবে না। অপর দিকে দায়ীত্বে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় যদি শত্রুর মুকাবেলা করতে গিয়ে কেউ শহীদ হয়ে যান তবে তার চাকুরীর মেয়াদ কাল পর্যন্ত শহীদ হওয়া সত্বেও বেতন পেতে থাকবেন। এবং মৃত অবস্থাতেই তাদের প্রমোশনের মিয়াদকাল আসলেই তাদেরকে মৃত অবস্থায়ই প্রমোশন দিয়ে সেই মুতাবিক বাড়তি হারে বেতন দেয়া হবে যেন সন্তানরা বুঝতে পারে যে আব্বা মরে যাওয়ার পরেও আব্বার আয় জীবিত আছে।

www.pathagar.com

আর চাকুরীর একটা নির্দিষ্ট সময় পার হলে তাদের র‍্যাংক বৃদ্ধি করা হবে এবং সেই র‍্যাংকের বেতন দেয়া হবে। অতঃপর চাকুরীর সময় শেষ হলে তাদের পেনশন দেয়া হতে থাকবে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। এর পরও তাদরে কোন উপযুক্ত ছেলে থাকলে সে পিতার চাকুরী পেতে পারবে।

প্রশ্নঃ– এটা কি ইসলামী বিধানে আছে না কি আন্দাজে বলেছেন?

উত্তরঃ– নাউজুবিল্লাহ, আন্দাজে কেন বলবো। খোদ আল্লাহই তো বলেছেন– সুরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে– "যে আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলোনা। এই সব লোক প্রকৃত পক্ষে জীবন্ত, কিন্তু তাদের জীবন সম্বন্ধে তোমাদের কোন চেতনা নেই। অর্থাৎ তারা জীবন্ত তা তোমরা যে বোঝো না, তাও তোমরা বোঝো না।"

কাজেই কুরআন যখন বলেছে তারা জীবন্ত তখন ইসলামী সরকারের কি সাধ্য আছে যে, তাদেরকে মৃত বলে তাদের বেতন, র‍্যাংক ও পেনশন বন্ধ করার।

প্রশ্নঃ– এতো শহীদানকে দেয়ার অর্থ সরকার পাবে কোথায়?

উত্তরঃ– ভালোই প্রশ্ন করেছেন। আপনার কি জানা নেই যে ইসলামী সরকারের আমলে বেহুদা বা অহেতুক খরচ সব বন্ধ হয়ে যাবে। তাতে কতো টাকা বাঁচবে তার কোন হিসাব রাখেন? তা দিয়ে আর একটা বাংলাদেশ চালানো যায়। জানেন কি 'এক জন বিদেশী মেহমানকে মেহমানদারী করতে সরকারের কতো টাকা খরচ হয়? জানেন কি একজন নেতার কোন এলাকা ছফরে যেতে কতো খরচ হয়? এসব খরচ তেমন ভাবেই বন্ধ হবে যেমন বন্ধ হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে। ইতিহাসে পাড়েননি যে হযরত ওমর

www.pathagar.com

(রাঃ) যখন খলিফা তখন তার ছেলে তালী দেয়া জামা গায়ে দিয়ে মাদ্রাসায় গিয়েছে? এবার বুঝলেন তো টাকা আসবে কোত্থেকে?

আরো একটু শুনুন এ টাকা আসত কোত্থেকে। ৩রা জুন ৯০সাল, ইনকিলাবে- বাংলাদেশে "আগ্রাসী শক্তির কালো থাবা-" শিরনামে যে তথ্য দিয়েছে তাতে শেষ পৃষ্ঠার ৩ এর কলামটা পড়ে দেখুন, যেখানে লিখেছে। "উল্লেখ্য, স্বাধীনতার উষালগ্নে- ভারতীয়রা শত শত ট্রাক ও জাহাজ বোঝাই করে এ দেশের কল কারখানার যন্ত্রাংশ মেশিন পত্র ও সোনা দানা সমেত বিপুল সম্পদ লুটে নিয়ে যায়। যার আনুমাণিক মূল্য কম পক্ষে ৩০ হাজার কোটি টাকা।" -এই একই শিরনামে লিখেছে... "মুজিব তাদের হাতের ক্রীড়ানকে পরিণত হন। স্বাধীনতা উত্তর সাড়ে তিন বছরের মাথায় হত্যা, গুম, লুটপাট, ছিনতাই, পাটে অগ্নিসংযোগ, পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল, ইত্যাদির তান্ডব লীলায় দেশের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে অগণিত মানুষ মারা যায়। কাফনের অভাবে কলার পাতায় লাশ দাফন করা হয়। এমন কি দাফনের অভাবে বহু লাশ শৃগাল কুকুরের খাদ্যে পরিণত হয়।".....

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে তা কেড প্রমাণ করতে পারবে কি? বরং অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছে যে তখন সারা আরবের মধ্যে যাকাত দেয়ার মত একটা গরীব লোক পাওয়া যায়নি। এইটাই ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। উপরের যে কাহিনী শুনলেন, তা থেকে আপনারাই বলুন বাংলাদেশের যে অর্থ লুট পাট হয়েছে এবং হচ্ছে তা যদি না হত তবে যুদ্ধে শহীদ হওয়া শহীদানদের আল্লাহর ভাষায় জিন্দা মনে করে তাদের বেতন দেয়ার জন্যে অর্থের কি অভাব হত? তা কিছুতেই হতে পারত না। তাছাড়া ইসলামী সমাজ চোখে না দেখলে তা বই পড়ে পুরাপুরি বুঝা তেমনই

www.pathagar.com

মুস্কিল যেমন হিথ্রো বিমান বন্দর চোখে না দেখে মুখে শুনে তা অনুমান করা মুস্কিল।

প্রশ্নঃ– চাকুরীর পদপ্রার্থীদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– তাদের আপন কোন আত্মীয়–স্বজনদের সুপারিশের জন্যে আত্মীয় স্বজনদের কোন সরকারের দায়ীত্বশীল লোক থাকা লাগবে না। কারো কোন ফোনেরও দরকার হবে না, দরকার হবে শুধু যোগ্যতার পরিচয় দেয়ার। আর আরেকটা ব্যাপার আছে যাকে বলা হয় ওপেন সিকরেট। অর্থাৎ জায়গা জমি বিক্রয় করে কিছু টাকাও যোগাড় করতে হবে না যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে।

প্রশ্নঃ– নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের কি লাভ?

উত্তরঃ– ইসলামী সরকার হলে বেতনের আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য থাকবে না। যাদের বেতন বেশী তাদের বেতন কমবে আর যাদের বেতন কম তাদের বেতন বাড়বে। বর্তমান অবস্থায় নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীরা বেতন বাড়ানোর জন্যে আন্দোলন করে আর তাদের যারা বস্ তারা সেই আন্দোলনকারীদের মাথায় বাড়িদিয়ে ঠেকায়। কিন্তু বেতন যখন বাড়ে তখন সরকার বেতন বাড়ায় হয়ত শতকরা ২৫%= টাকা। এতে যার বেতন ৮০০/= টাকা তার বেতন হয় ১০০০/= আর যার বেতন ৮,০০০/= টাকা তার বেতন বেড়ে হয় ১০,০০০/= দশ হাজার টাকা। এতে গরীবের লাভ হয় না বরং লোকসানই হয়। কিন্তু ইসলামী সরকার হলে এই শুভংকরের ফাঁকি বন্ধ হয়ে যাবে। তখন বেতন হবে প্রয়োজন মুতাবিক। এমনও হতে পারে যে, একই পদের চাকুরীতে যার পরিবারের ৫ জন লোক তার বেতন আর অপর জন সেই একই চাকুরী করে; কিন্তু পরিবারের লোক সংখ্যা তার ১০ জন তার বেতন একই পোস্টে হওয়া সত্বেও বেশী হতে পারে। ইসলামী সরকার এ সব

www.pathagar.com

বিষয়েও বিবেচনা করবে। অর্থাৎ ইসলামী সরকার কখনই অবিবেচক হবে না।

প্রশ্নঃ– যারা ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করে তাদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– ইসলামী আইনের দেশে কেউই বিড়াল কুকুরের মত বাস করবে না। প্রত্যেকেই যার যার নিজের বাড়ীতেই বাস করবে। যারা একাধিক বাড়ীর মালিক– যা কোন পরিবারকে বসবাসের জন্যে ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যেই তৈরী করা, সে সব বাড়ী ইসলামী সরকার ন্যায্য মূল্য দিয়ে কিনে নেবে। এবং যে যেখানে থাকে সেটা (সে বাড়ী) তাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেবে। আর বাড়ীর মালিক ঐ বাড়ী বিক্রয়ের টাকা দিয়ে লাভ জনক ব্যবসা করতে পারবে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যারা সূদের কোন ভয় করে না তারা ব্যাংক থেকে সুদে টাকা নিয়ে বাড়ী করে, আর বাড়ী তৈরীর খরচ দেয় তারাই যারা সুদে টাকা নিয়ে বাড়ী করতে পারে না। তারা সুদের টাকার বাড়ীতে ভাড়া থাকে, তাদের ভাড়ার টাকা দিয়ে বাড়ীওয়ালা বাড়ীর টাকা পরিশোধ করে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পরকালের ভয় যাদের নেই তাদেরই সপক্ষে আইন তৈরী করেছে। তারাই এ সমাজ ব্যবস্থা থেকে লাভবান হচ্ছে। আর যারা পরকালের আজাবের ভয় করে তারা শুধু পরের বাড়ীর মূল্য পরিশোধই করে চলেছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হলে যারা পরকালে বিশ্বাসী তারা উপকৃত হতে পারবে। তারা নিজেরা নিজের বাড়ীতেই বাস করবে। অন্যের বাড়ীর দেনা পরিশোধ করার হাত থেকে তারা উদ্ধার পাবে। তারা মাসে মাসে যে ভাড়া দেবে তাতে তারাই হবে সে বাড়ীর মালিক। তখন ন্যায় বিচার কায়েম হবে। অন্যায় অবিচারের হাত থেকে সব শ্রেণীর লোকই উদ্ধার পাবে।

www.pathagar.com

যাকাত থেকে বছরে কোটি কোটি টাকা আদায় হবে তা দিয়ে গৃহহারাদের ঘর বাড়ী ও ভদ্রোচিতভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে।

প্রশ্নঃ— মানুষ বিড়াল কুকুরের ন্যায় কি ভাবে বাস করে, এটা তো বুঝলাম না?

উত্তরঃ- দেখুন কুকুর ও বিড়াল বাড়ীতেই বাস করে কিন্তু যে বাড়ীতে বাস করে সেই বাড়ীর মালিক তারা নয়। তারা শুধু বাড়ীওয়ালার কিছু খেদমত করে- অর্থাৎ বিড়ালে ইদুর মারে আর কুকুরে চোর তাড়ায় তাই তারা দুটো খেতে পায়। আর একটু থাকার জায়গা পায় আর ভাড়াটেরাও মালিকের বাড়ীর মূল্য পরিশোধ অর্থাৎ ব্যাংকের দেনা যা বাড়ী তৈরী করতে খরচ হয়েছিল তা পরিশোধ করে। তাই তারা সে বাড়ীতে একটু বাসকরার সুযোগ পায়। এরাও অর্থাৎ ভাড়াটেরাও বাড়ীতেই বাস করে কিন্তু যে বাড়ীতে বাস করে সে বাড়ীর মালিক তারা নয়। এই জন্যেই বলেছি এ সব ভাড়াটেরাও বাড়ীতেই বাস করে যেমন কুকুর বিড়ালও বাড়ীতেই বাস করে। কিন্তু কুকুর বিড়াল যে বাড়ীতে বাস করে তারাও যেমন বাড়ীর মালিক নয়, তেমন ভাড়াটেরাও যে বাড়ীতে বাস করে সে বাড়ীরও মালিক তারা নয়। বিড়াল কুকুরের উদাহরণ দেয়ার উদ্দেশ্য এটাই।

প্রশ্নঃ— চাকর চাকরানীদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- তখন চাকর চাকরানী নামটাই বিলুপ্ত হবে। মানুষ একমাত্র আলাহর চাকর। মানুষ কোন মানুষের চাকর নয়। তখন কাউকেই চাকর চাকরানী হতে হবে না। তারা একান্তই পয়সা আয়ের উদ্দেশ্যে যদি কারো বাড়ীর কাজের জন্যে চাকুরী নেয় তবে তাদেরকে চাকর বা কাজের ছেলে বা চাকরানী কিংবা কাজের মেয়ে বলা নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

ঘোষণা হবে। তাদেরকে বড়জোর হেলপার বা সাহায্যকারী বলা চলবে। তাদেরকে চাকরের মত কেউই দেখতে পারবে না। যারা সরকারী চাকুরী করে তাদেরকে যেমন আমাদের আপনি বলে সম্বোধন করতে হয় তেমন ইসলামী আইনের দেশ হলে রিক্সাওয়ালা হোক, বা ড্রাইভার, হেলপার হোক বা বাড়ীর কাজের জন্যে সাহায্যকারী কাউকে চাকুরী দেয়া হোক, তাদের সবাইকে আপনি বলে সম্বোধন করতে হবে। যেমন হজরত বিল্লাল (রাঃ) কেনা গোলাম ছিলেন; কিন্তু মুসলমান হওয়ার কারণে খোদ আল্লাহর রসুল (দঃ) পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সমমানের ব্যক্তি হিসাবে সম্মান করেছেন। তেমন এখনও যদি ইসলামী আইনের দেশ হয় তবে খোদ দেশের খলিফাও একজন চৌকিদারকে আপনি বলে সম্বোধন করবেন। কারণ সব মানুষের মর্যাদা আল্লাহর নবীর কাছে সমান ছিল। যে মানুষ, তাকে মানুষ হিসাবেই মর্যাদা দিতে হবে।

প্রশ্নঃ—ইসলামী সমাজে নারী জাতির কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- তাদের বহুত বহুত লাভ হবে। যথাঃ

১। তাদের দিকে কেউ ফিরে চাইবে এ ভয় তাদের থাকবে না।

২। তাদের রাস্তা ঘাটে গহনা গাট্টা কেড়ে নেয়ার ভয় থাকবে না। এবং পেটে ছুরি মারারও ভয় থাকবে না।

৩। কোন ধর্ষণের খবর কোন এলাকা থেকেই আর পাওয়া যাবে না।

৪। কোন স্বামীও তাদের যৌতুকের দাবীতে বা যে কোন অপরাধে মারধর করতে পারবেনা। স্ত্রীকে মারা এবং তাদের গায়ে হাত দেয়ার যে রেওয়াজ আছে এটা সম্পূর্ণ ভাবে সমাজ থেকে বিদায় নেবে। আর কোন খুকুর কারণে কোন রীমাকেও জীবন দিতে হবে না।

৫। তারা সত্যিকার অর্থে মায়ের মর্যাদা পাবে।

www.pathagar.com

৬। তাদের ভোগ্য পণ্যের ন্যায় ব্যবহার করা হবে না।

৭। তাদের ছবি কোন কিছুরই এ্যড্‌ভার্টাইজের মধ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

৮। তাদের একমাত্র শিক্ষকতা ও ডাক্তারী ছাড়া অন্য কোন চাকুরী করতে দেয়া হবে না। হা- তবে ডাক্তারী করলেও শুধু মেয়েরা মেয়েদের ডাক্তার হবে এবং মেয়েরা মেয়েদেরই শিক্ষয়িত্রী হতে পারবে। এছাড়া যদি এমনকোন প্রতিষ্ঠান থাকে যেখানের সব কিছুই মেয়েদের তত্বাবধানে হয় তবে সেখানেও চাকুরী করতে পারবে যদি পর্দার খেলাফ না হয়।

৯। মেয়েদের ঘাড়ে করে রাইফেল বইতে হবেনা এবং পুলিশের কাজে মেয়েদের কোন প্রকারেই কাজে লাগান যাবে না। এর যে কুফল তা কমপক্ষে এ দেশের লোকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হবে না। দেশের লোক এ ব্যাপারে ভালই অবহিত আছে।

১০। এ ছাড়া নারী নির্যাতন শব্দটাই সমাজ থেকে চিরতরে বিদায় নেবে।

প্রশ্নঃ- অসহায় ও বিধবাদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- তাদেরকে হয় পূনঃ নিকাহের ব্যবস্থা করা হবে আর নিকাহের বয়সও যদি না থাকে এবং উপার্জনশীল কোন সন্তান বা কেউ না থাকলে তারা ইসলামী সরকারের যাকাত তহবিল থেকে একটা মাসিক নিয়মিত ভাতা পাবে। সম্ভব হলে তাদের কুটির শিল্প শিক্ষা দিয়ে তাদের বেকার হাতকে কর্মীর হাত হিসাবে গড়ে তোলা হবে। যেন ঘরে বসেই তারা উপার্জন করতে পারে। আর তাদের তৈরী করা মাল সরকার দেশে বিক্রয়ের বা বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করবে। তাদেরকে ঘরে বসিয়েই এমন কিছু তাদের দিয়ে করান যায় - যা

www.pathagar.com

বিদেশে রপ্তানি যোগ্য মালও হতে পারে। যেমন পাট দিয়ে হাতে তৈরী এমন অনেক কিছুই বানান যায় যার চাহিদা বিদেশেও আছে।

প্রশ্নঃ– উচ্চ শিক্ষিত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তাদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– উচ্চ শিক্ষিত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান যারা কায়ীক শ্রম না দিয়ে মস্তিষ্কের শ্রম দিয়ে থাকেন, তাদেরকে এত বেশী দায়িত্ব দেয়া হবে না যে, আত্মীয় বাড়ী যাওয়ারও একটু অবসর পাবে না। তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং তাদের খাটনি কম দেয়া হবে যেন অধিক কাল পর্যন্ত তারা সমাজকে কিছু দিতে পারে। বর্তমানে এক একজন ডাক্তারকে এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয় এবং এত বেশী মস্তিষ্কের খাটুনি খাটতে হয় যে তাদেরকে হয়ত অল্প বয়সেই উচ্চ রক্তচাপে ভুগে হঠাৎ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হয়।

ইসলামী সমাজ হলে তারা অবশ্যই একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারবে। তখন তারা তাঁদের নিজ নিজ দায়ীত্ব ও যথাযথ ভাবে পালন করার সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ ইসলামী আইনের সমাজের পুরা সিষ্টেমটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে। তখন যে যেখানেই থাকুক না কেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারবে।

প্রশ্নঃ– মিল মালিক, কল কারখানা, যানবাহন ইত্যাদির মালিক ও শ্রমিকদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– অনেক লাভ হবে যথাঃ–

১। কর্মচারীদের এমন বেতন দেয়া হবে যেন তাদের অল্পোচিতভাবে সংসার চলে। আর মালিক কর্মচারী প্রত্যেকেরই অবস্থার দাবীতে ঈমানদার হতে হবে। কাজেই কেউ কাজে ফাঁকি দেবে না।

২। কোন কর্মচারী পয়সা মারবে না।

www.pathagar.com

৩। কোন মেশিনের পার্টসপত্র-কর্মচারীরা খুলে নিয়ে অন্যত্র চুরি করে বিক্রয় করবেনা।

৪ তেল মবিল চুরি হওয়ার ভয় থাকবেনা।

৫। লঞ্চ ডুবি, বাস দুর্ঘটনা ইত্যাদি একবারেই সমাজ থেকে উঠে যাবে। কারণ, বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত বহন বন্ধ করা হবে এবং আবহাওয়া অফিসের নির্দেশ মুতাবিক তারা চলবে। নিজেদের খেয়াল খুশীমত কেউ চলতে পারবে না।

৬। অতি লোভে লঞ্চ ডুবি এবং অতি লোভে বাস দুর্ঘটনা ইত্যাদির হাত থেকে লঞ্চ ও বাসগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী দিন পর্যন্ত তার ইঞ্জিনের চলন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে পারবে। অর্থাৎ অনেক দিন পর্যন্ত ইঞ্জিন নষ্ট হওয়ার কোন ভয় থাকবে না।

৭। কোন মদখোরকে ড্রাইভারী করতে দেয়া হবেনা।

৮। কল কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কারণ তখন কেউই কাজে ফাঁকি দেবেনা।

৯। দেশটা বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হতে পারবে না। দেশী মালই যেন বেশী লোক ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। ফলে দেশী কল কারখানায় লাল বাতি জ্বলার কোন ভয় থাকবে না।

চোরা পথে বিদেশী পণ্য দ্রব্য এসে দেশটা এমন ভাবে ভর্তি হয়ে গেছে যে, দেশী মাল অধিক উৎপাদনের আগ্রহও মিল মালিকদের কমে যাচ্ছে। তারা হতাশায় ভুগছে যে তাদের উৎপাদিত মালের চাহিদা প্রায় একেবারেই শূন্যের কোঠায় উঠে গেছে। ইসলামী নামাজ হলে এগুলি বন্ধ হবে। দেশটা বিদেশী দ্রব্যের বাজারে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে দেশী দ্রব্যের বাজারে পরিণত হতে পারবে।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ– সাধারণ যাত্রীদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– সাধারন যাত্রীদের জান মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে। কম ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারবে। আর একজনের ঘাড়ের উপর বা ট্রেন বা বাসের ছাদের উপরে চলা একেবারেই বন্ধ করে দেয়া হবে। সিটের বাইরে দাঁড়ান যাত্রী কেউই বহন করতে পারবেন না। প্রয়োজন মুতাবিক যানবাহন বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু অতিরিক্ত যাত্রি কাউকেই বহন করতে দেয়া হবে না। প্রতিটি যানবাহনেই ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও যাত্রীদের যাবতীয় নিরাপত্তার দায়িত্বের গ্যারান্টি পাওয়ার পরই তাকে রাস্তায় চলার অনুমতি দেয়া হবে।

বাসের ও ট্রেনের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে যদি দূর পাল্লার যানবাহন হয়। যেমন পানি, প্রস্রাব পায়খানা, নামাজের জন্যে গাড়ীকে থামিয়ে যাত্রীদের নামাজের সময় দেয়া, দূর পাল্লার গাড়ীতে বিশুদ্ধ ও টাটকা খাবার দ্রব্য পাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকতে হবে।

নারী পুরুষের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা যানবাহনে থাকতে হবে। নারীদের দেখাশোনা ও খোঁজ–খবর নেয়ার জন্যে নারী এবং পুরুষদের দেখাশোনা ও খোঁজ–খবর নেয়ার জন্যে পুরুষ কর্মচারী যানবাহনে থাকবে যেন যাত্রীদেরকে কোন অসুবিধায় তারা সাহায্য করতে পারে।

প্রশঃ– ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ–তাদের জান মাল ইজ্জাত সব কিছুর হেফাজতের দায়িত্ব ইসলামী সরকার গ্রহণ করবে। তাদের কোন পুজা পার্বণে মুসলমানদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ থাকবে না। যেমন মুসলমানদের ঈদের নামাজে বা জুমার নামাজে কোন অমুসলিম কোন অংশগ্রহণ করে না। তা ছাড়া আইনের সুযোগ সুবিধা ঠিক মুসলমানদের ন্যায়ই সমানভাবে

www.pathagar.com

করা হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী -বাকুরীর ক্ষেত্রে তারা জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা অবশ্যই পাবে। তাদের সঙ্গে মুসলমানদের আক্বীদা বিশ্বাসের পার্থক্য অবশ্যই থাকেব তবে নাগরিক অধিকার থাকবে সমানভাবে। তবে সেনাবহিনীর প্রধান ও সরকার প্রধানের দায়িত্বে তাদেরকে দেয়া হবে না। কারণ যে ইসলামে তারা বিশ্বাসী নয়, সেই আইনের হেফাজত তাদের দ্বারা সম্ভব না। তা ছাড়া আইনের দৃষ্টিতে তাদেরকে এবং মুসলমানদেরকে একই নজরে দেখা হবে। যেমন দেখা হয়েছে রসূল (দঃ) এর জামানায় ইহুদি নাসারাদের।

প্রশ্নঃ- কবি, সাহিত্যিক ও গবেষকদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- তাদের স্ব-স্ব কাজের পথে যদি কোন অন্তরায় থাকে তবে তা দূর করে দেয়া হবে, যেন তারা তাদের যোগ্যতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে, সে ব্যবস্থা ইসলামী সরকার অবশ্যই করবে। এবং তাদের ন্যায্য মর্যাদা তারা অবশ্যই পাবে এবং তাদের নাম জাতীয় ইতিহাসেও স্থান পাবে। প্রয়োজনবোধে সরকার তাদের কিছু সম্মানী ভাতাও দিতে পারে। কারণ প্রখৃত পক্ষে তারাই সমাজের লোকদেরকে সৎ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার কাজই করে থাকেন। কাজেই সরকারের কাছে তাদের মূল্য অনেক বেশী।

প্রশ্নঃ- সাংবাদিকদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- তারা সত্য কথা বলতে পারবে। কারো স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কোন সংবাদ ছাপাতে বা পরিবেশন করতে পারবে না তাদের উপর থেকে সমস্ত প্রকার বাধা বিঘ্ন তুলে নেয়া হবে। সত্য প্রকাশের ব্যাপারে তারা থাকবে স্বাধীন। তবে ইসলামী আক্বীদা বিরোধী কোন প্রচারণা কাউকেই করতে দেয়া হবে না। কারণ তা যেমন হবে ইসলাম

www.pathagar.com

বিরোধী তেমনি তা হবে রাষ্ট্রবিরোধী। কারণ রাষ্ট্রই যেহেতু ইসলামী তাই যাই হবে ইসলাম বিরোধী তাই হবে রাষ্ট্রবিরোধী। সাংবাদিকগণ সত্য প্রকাশে কোন বাধা পাবে না কিন্তু ইসলাম বিরোধী কোন মতবাদের প্রচার করতে দেয়া হবে না। কারণ ইসলাম বিরোধী সব মতবাদই যখন মিথ্যাবাদ তাই সত্যের রাষ্ট্রে তা প্রচার করতে পারবে না কেউই। তখন তারা দেশবাসীর মৌলিক আক্বীদা ও জাতীয় আদর্শ এবং দেশের মূল সমস্যা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারবে এবং পারবে তার সমাধানের জন্যে ইসলামী পথের সন্ধান দিতে।

প্রশ্নঃ—কুলি, মুচি, ম্যাথর তাদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ- তারা ভুলেই যাবে যে তারা নিম্ন শ্রেণীর লোক। তারা তখন অনুভব করতে পারবে যে মুসলমান হিসাবে নামাজের কাতারে যেমন প্রেসিডেন্ট সাহেবের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াতে পারি। তেমন সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেও আমরা কারো চাইতে কম নই, তবে পেশা হিসাবে এক এক শ্রেণীর মানুষ এক একটা পেশা গ্রহণ করেছে। তাই বলে মুসলমান হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে আমরা একই আল্লাহর গোলাম এবং সব মানুষের প্রভু একই আল্লাহ। কাজেই আল্লাহর সব গোলামই আল্লাহর যেমন কাছে ও সমান তেমন সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেও তারা সমান। পেশা ভিত্তিক মর্যাদা ও পেশা ভিত্তিক অমর্যাদা একেবারেই তুলে দেয়া হবে।

প্রশ্নঃ— যারা বিচার প্রার্থী তাদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ-তারা বিনা খরচে এবং বিনা হয়রানিতে ন্যায় বিচার পাবে। বর্তমানে আসামীদের চাইতে বিচার প্রার্থীদের হয়রানি বেশী। তার কারণ মনে হয় যেন বিচার চেয়েই তারা দোষী হয়ে গেছে। এমনটিভাব আর ইসলামী আইনের দেশে হতে পারবে না।

www.pathagar.com

বর্তমানে কোন অফিসে কোন কাজের জন্যে গেলেও অফিসারদের আচরণ দেখে মনে হয় যেন আমরা তাদের কাছে কোন বড় ধরনের অপরাধ করে ক্ষমা চাইতে গিয়েছি, নইলে মনে হবে যেন তাদের কাছে কিছু ভিক্ষা চাইতে গিয়েছি। কিন্তু ইসলামী আইনের দেশে যারা চাকুরী করবে তারা নিজেদেরকে জনগণের মুনিব মনে করবে না, বরং খাদেম মনে করবে। নিজেদেরকে জনগণের মখ্‌দুম মনে করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ– বিচারকদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– বিচারকগণ ইসলামী আইন মুতাবিক বিচার করতে পারবেন এবং শাস্তিযোগ্য প্রমানিত হলে খোদ রাষ্ট্র প্রধানকেও শাস্তি দিতে পারবেন। যেমন পারতেন ইসলামী খেলাফত আমলের বিচারকগণ।

প্রশ্নঃ– যারা মুজলুম বা অত্যাচারিত তাদের কি লাভ হবে?

উত্তরঃ– তাদের জুলুম বন্ধ করার জন্যেই তো ইসলামী আইনের দেশ দরকার। নইলে ইসলামী আইনের দরকারটা কিসের। জালেমদের হাত থেকে মজলুমদের উদ্ধার করাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাদের নির্যাতন বন্ধ করার জন্যেই তো আল্লাহ সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াত জিহাদের হুকুম করেছেন।

প্রশ্নঃ–যারা নওমুসলিম তাদের কি উপকার হবে?

উত্তরঃ– তাদেরকে শুধু কথার দ্বারা আর কিছু টাকা দিয়েই তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান হবে না বরং তাদেরকে একেবারেই আপন আত্মীয় স্বজনের মর্যাদা দেয়া হবে। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের বিবাহ শাদী হতে পারবে। আর তাদের ঘর–বাড়ী এবং উপযুক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাদের উপার্জনক্ষম করে তোলা হবে এবং তাদের কাজ দিয়ে বা চাকুরী দিয়ে ভ্রদ্রোচিতভাবে পুরর্বাসিত করা হবে। যেমন

www.pathagar.com

রসুল (দঃ) এর জামানার সব মুসলিমই ছিলেন নওমুসলিম। তাঁরা নওমুসলিম হয়ে রসুল (দঃ) নিদকট যে মর্যাদা পেয়েছিলেন ইসলামী আইনের দেশে তাঁরা ঠিক তেমনই মর্যাদা পাবেন। সাহাবাদের মধ্যে যারা মুহাজির ছিলেন এবং তারা মদিনার আনসারদের নিকট থেকে যে ব্যবহার পেয়েছিলেন তেমন এখনও তারা পাবেন। তাদেরকে ভাই-বোন বা ছেলে-মেয়ে হিসাবে এক একজন এক এজনকে গ্রহণ করে নেবে। তারা স্বজন হারা হবে না।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন যাদের জন্যে ক্ষতিকর

প্রশ্ন ঃ যারা রাজ ক্ষমতার মালিক তাদের কি ক্ষতি?

উত্তর ঃ তারা যদি নিজেরা আইন তৈরী করে সেই আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাহলে তারা আইন তৈরী করার যে অধিকার আল্লাহর তা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার কারণে তাদেরকে মুশরিক হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। এবং ইসলামী আইনের দেশে একটা চৌকিদারের চাকুরীও তাদের দেয়া হবে না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রে চৌকিদারকেও ঈমানদার ও খোদা ভীরু মুসলমান হতে হবে।

কাজেই ইসলামী আইনের দেশ হলে হয় তাদেরকে খলিফাগণের ন্যায় ঈমানদারীর সঙ্গে কুরআনী আইন মেনে নিতে হবে নইলে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা হারাতে হবে। শুধু তাই নয়, তাদের বিরুদ্ধে যদি কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদিসহ এমন কোন অভিযোগ থাকে যা শাস্তিযোগ্য তা হলে তাকে ইসলামী আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে শাস্তিও ভোগ করতে হতে পারে। কাজেই গায়ের ইসলামী রাষ্ট্রে যারাই ক্ষমতায় থাকে তারা মুসলমান জনসাধারণকে ইসলামের কথা বলে বটে কিন্তু বাস্তবে ইসলামী হুকুমত হওয়ার পথে তারা প্রথম নাম্বারের বাধার সৃষ্টি করে। কারণ তারা ভালই বোঝেন যে, ইসলাম কায়েম হলে তাদের দশা কেমন হবে। যেমন বুঝে ছিলেন ইরানের শাহ্ এবং পূর্ব জামানার অনেকেই। তাই ইসলামের কথা বলার কারণে যাদেরকে বেধড়ক খুন করা হচ্ছে তাদের খুনিদের কোন বিচার আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এর কারণ কি আর বুদ্ধিমান লোকদের বলে দেয়া লাগবে?

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ যারা কোটিপতি তাদের কি ক্ষতি?

উত্তর ঃ ১নং ক্ষতি–তাদেরকে বছরে বছরে যে যাকাত দিতে হবে তাতে তাদের বহু অর্থ হাতছাড়া হবে।

২। ২ নম্বর ক্ষতি–তাদের অবৈধ আয় দারুণভাবে কমে যাবে।

৩। ৩ নং ক্ষতি–মানুষ হয়ে মানুষকে গরু–গাধার মত খাটাবার কোন সুযোগই তারা পাবে না।

তাদের প্রত্যেক দিক দিয়ে এমন অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে যে– তা তাদের পক্ষে সহ্য করা দারুন অসহনীয় হয়ে পড়বে। তাদের অবস্থা হবে কারুনের মত। কাজেই কোটি কোটি টাকা খরচ করেও যদি গায়ের ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হয় তবে তাতে তারা একটুও ত্রুটি করবে না।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তারাঃ–

১। আয়কর ফাঁকি দেয়, ২। যাকাত দেয় না, ৩। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দেয় না, ৪। মানুষকে গরু–গাধার মত খাটায়, তাদেরকে মনে করে পশুর ন্যায়। তাদের শিং–এ দড়ি বেঁধে কানে কানচাই দিয়ে যেদিকে খুশি সেদিকে ঘুরায়। কিন্তু ইসলামী সমাজ কায়েম হলে ইসলামের দড়ি তাদের গলায় বাঁধা হয়ে যাবে। ইসলাম তাকে যতটুকু দড়ি ঢিল দিবে, ঠিক ততটুকুর মধ্যে তাকে বিচরণ করতে হবে। তার বাইরে এক চুল পরিমাণও নড়তে পারবে না। তাই ইসলামী সমাজ কায়েমের কথা শুনলেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। যেমন হয়েছিল কারুনের। তাদের অবস্থা কারুনের মতই হবে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আইনে পীর–মুর্শিদদের কি কোন ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ কারো লাভ হবে আর কারো ক্ষতি হবে। যারা সত্যিকার অর্থে ওলামায়ে হাক্কানি তাঁরা তো খুশীতে বাগ বাগ হয়ে যাবেন। আর

www.pathagar.com

যারা ওলামায়ে সু-বা বাতিল পীর তাদের দারুন ক্ষতি হবে। তারা যে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে টাকা উপার্জন করছে। এই উপার্জনটা তাদের একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। আজ কালকার জামানায় দেখা যায় পীর সাহেব বাড়ীর উপর দিয়ে হেটে গেলেও তাঁর কিছু পাওনা হয়। এমন কি পীর ছাহেব মরে গেলেও তাঁর পাওনাটা থেকেই যায়। তাঁর কবর বলে, হুজুর তো মরে গেছেন, কিন্তু আমি কবর তো আছি। কাজেই হুজুরের পাওনাটা এখন আমার (অর্থাৎ কবরের)। ইসলামী আইনের দেশে এই সব ধাপ্পাবাজি আর থাকবে না। আল কুরআনের সুরা তওবার ৩৪ নং আয়াতে আছে "ইন্না কাছিরাম্ মিনাল আহবারে ওয়ার রোহ্বানে লাইয়াকুলুনা আমওয়া লান্নাসে বিল বাতেলে ওয়া ইয়া সুদ্দুনা আন সাবিলিল্লাহি ওয়াল্লাজীনা ইয়োকনেহনা জাহাবা ওয়াল ফিদ্দাতা ওয়ালা ইউনফিকুনাহা ফি সাবিলিল্লাহ ফাবাশ্বের হুম বি আজাবিন আলীম।"

অর্থাৎ "অবশ্যই এমন পীর ও বড় বড় আলেম আছে যারা জনগণের মাল অন্যায়ভাবে লুটে খায় আর তাঁরা সাধারণ লোকদেরকে ইসলাম থেকে বা আল্লাহর পথ থেকে ফিরায়। তাদেরকে অতি পীড়াদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। যারা সোনা ও রূপা পুঁজি করে রাখে আর তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না।" এই ধরনের পীর সাহেবদের হয়ত শেষ পর্যন্ত কোথাও লুকাতে হবে নইলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আন্যায়ভাবে যা লুটে খেয়েছিল তা তারা আদায় করে নেবে।

প্রশ্ন ঃ যারা উচ্চ পর্যায়ের চাকুরেজীবী তাদের কি ক্ষতি?

উত্তর ঃ তাদের মধ্যে মোটামুটি ২টা শ্রেণী আছে। এক শ্রেণী নিজেদেরকে জনগণের খাদেম মনে করেন। এবং তাঁরা অবৈধ পয়সা কামাই করেন না। তাদের কোন ক্ষতি হবে না বরং বর্তমান সমাজ

www.pathagar.com

ব্যবস্থায় তারা যে অস্বস্তি বোধ করেন সেইটা আর করতে হবে না, বরং তাঁরা হাপ ছেড়ে বাঁচবেন।

আর আরেকটা শ্রেণী আছেন যারা নিজেদেরকে জনগণের মুনিব মনে করেন। তাদের কাছে কোন কাজের জন্যে গেলে এমনভাবে বিনম্র অবস্থায় তাদের সামনে হাজির হতে হয় যা বাইরের কেউ দেখলে তার মনে হবে যেন এই লোকটা কোন বড় ধরনের অপরাধ করে মাফ চাইতে আসছে অথবা হয়ত কিছু ভিখ্ মাঙ্গতে আসছে। এইসব অফিসারগণ হয়ত তওবা করে ঈমানদার হয়ে নিজেদেরকে জনগণের খাদেম মনে করে কাজ করতে হবে নইলে চেয়ার ছাড়তে হবে। এই দুই পথের যে কোন এক পথ তাকে অবলম্বন করতেই হবে। আর তাদের পিওনকে খুশী করার পূর্ব পর্যন্ত কারো ফাইল টেবিলের নিচে থেকে টেবিলের উপরে ওঠে না। এটা আর তখন থাকবে না। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

এখানে একটা গোপন কথা না বলে পারছি না, এইমাত্র গত পরশুদিন একজন সরকারী নামাজী কর্মচারী এসে আমাকে একটা ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমাদের অফিসে প্রতি মাসেই কিছু বাড়তি আয় হয় তা মাস শেষে আমাদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়। তাতে আমার ভাগে প্রতি মাসেই ৩/৪ শত টাকা করে পড়ে। আমি কি এই টাকাটা নিয়ে গরীব মিসকিনদের দিয়ে দিতে পারি? আমি কৌতুহলি মনে জিজ্ঞাসা করলাম। এ টাকা কিভাবে আসে। তিনি বললেন, আমি যে বিভাগে চাকুরী করি সেখানে এমন কিছু খরচ হয় যা সরকার দেয়। যেমন মেশিনের পার্টসপত্র কেনা, কোন মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে তা সারাই করা ইত্যাদি বাবত প্রত্যেক মাসেই আমরা বিল দিয়ে সরকার থেকে টাকা নেই। অবশ্য নিয়ে থাকেন আমাদের অফিসের

www.pathagar.com

লোকেই। কিন্তু সবাইকে ভাগ না দিলে বাড়তি টাকাটা একা হজম করতে পারে না বলেই তা ভাগ হয়।

আমি বল্লাম, এ টাকাটা নেয়াই হারাম। কাজেই তা নিয়ে আপনি গরীবদেরই দেন আর যাই করেন সেটা করবেন নেয়ার পরে। আর পূর্বের কাজটা হল হারাম টাকা নেয়া। কাজেই আপনি যখন বোঝেন যে এটা হারাম। তখন তা নিবেন কেন? তখন তিনি বল্লেন যে, ঠিক আছে তাহলে আমি আর নেব না তবে যারা হারাম খায় তাদের ভাগটায় একটু বেশী পড়বে.....। এর থেকে বুঝা গেল হারামকে হারাম মনে করা কিছু লোকও আছে যারা সরকারী চাকুরী করে। আর শুধু জনসাধারণকেই নয় বরং সরকারকেও লুটেপুটে খায় এমন লোকও আছে। তাহলে এটাও বুঝা গেল। ইসলামী সরকার হলে কেউ সরকারকেও লুটেপুটে খেতে পারবে না, এতে সরকারেরও আর্থিক ব্যয় কমবে। আর জনগণকেও কেউ লুটেপুটে খেতে পারবে না। তখন এই সব ঈমানদার লোকেরাই বলে দেবে কোথায় কিভাবে লুটপাট হয়। অতঃপর সেগুলি বন্ধ হবে চিরতরে।

প্রশ্ন ঃ যারা চোর—ডাকাত ধোকাবাজ তাদের কি ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ এদের এক দিক থেকে কিছু ক্ষতিও হবে পরে বুঝতে পারবে সেই ক্ষতিতে তাদের লাভও হয়েছে। যারা চোর তারা যদি শরীয়ত যে ধরনের চোরদের হাত কাটার কথা বলেছে সেই ধরনের চোর হয় তবে তাদের হাত অবশ্যই কাটা যাবে। এর হাত কাটা থেকে বাচাতে পারবে না আকাশের কোন ফেরেস্তাও। নামাজ পড়াও যেমন আল্ কুরআনের হুকুম তেমনি চোরের হাত কাটাও আল্ কুরআনের হুকুম। তাই নামাজ পড়া থেকে ঠেকাতে পারে না যেমন কেউই। ঠিক তেমনই হাত কাটা থেকেও ঠেকাতে পারবে না কেউই। আর

www.pathagar.com

ডাকাতদের বা ডাকাতির পর্যায়ে পড়ে এমন সব অপরাধিদের এক পাশের হাত, আর বিপরীত পাশের পা কেটে দেয়া হবে (সুরা মায়েদা)। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন পথ নেই। এতে ক্ষতি হবে, হাত পা কাটা যাবে। আর লাভ হবে এই যে, সামাজিক পরিবেশ তাদেরকে ঈমানদার হিসাবে তৈরী করবে। ফলে হাত পা কাটার কারণে চুরি-ডাকাতির গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে। অপরদিকে তওবা করে ফিরে আল্লাহর পথে আসারও একটা সুযোগ পাবে। আর তখন দেশের মানুষ ঘরের দরোজা খুলে রেখেও নিশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ যারা মদখোর, জেনাখোর তাদের কি ক্ষতি?

উত্তর ঃ তাদেরকে শরিয়ত সঙ্গত পন্থায় যখন শাস্তি দেয়া হবে তখন এদের একটারও জান থাকবে না। ফলে এসব অপরাধিদের থেকে সমাজ মুক্ত হবে। কিন্তু ওদের জীবন শেষ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ যারা চোরাচালানি করে তাদের কি ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে। তাদেরকে যদি প্রমাণ হয় যে, এরা মৃত্যুদন্ড পাওয়ার উপযোগী তবে তাদেরকে ঝাঁকে ঝাঁকে যখন ২/১ ঝাঁক ফাসি কাষ্ঠে ঝুলানো হবে তখন বিদেশী পণ্যের আমদানীর কারণে দেশী পণ্য যা বিক্রি হচ্ছিল না, তা বিক্রি হবে। এবং দেশটা চোরা পথে আসা বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হবে না। চোরা পথে আসা মালের বাজার কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা যদি কেউ স্বচক্ষে দেখতে চান তাহলে আমার বাড়ী যেহেতু যশোরে তাই অন্য জায়গার কথা না বলে আমার যশোরের কথাই বলি। যশোর রেল ষ্টেশনের কাছের আশপাশ একটু ঘোরা ফেরা করবেন তা হলে আপনার নিজের চোখ দিয়েই দেখতে পারবেন যার সাক্ষি দেয়া লাগবে না কাউকে। আর

www.pathagar.com

বেনাপোলে গিয়েও এক সের চিনি, এক সের জিরে, কিছু আপেল, কিছু আঙ্গুর ইত্যাদি কেনেন দেখবেন ঢাকার চাইতে কত কম দামে পাবেন।

এসব বন্ধ হবে এবং দেশটা তলাহীন ঝুড়ি নামে একটা যে লজ্জাকর উপাধি পেয়েছিল সেই উপাধিটা একেবারেই মুছে যাবে।

প্রশ্ন ঃ যারা অসৎ ও ভেজাল ব্যবসায়ী তাদের কি ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ তারা যদি জীবন বিনষ্টকারী কোন ভেজাল খাদ্য বা ঔষুধ বিক্রয় করে আর যদি প্রমাণিত হয় যে হা, তা সত্যই জীবন বিনষ্টকারী ভেজাল, তাহলে তাদেরকে লোক হত্যার দায়ে দায়ী করা হবে এবং খুকু যেমন নিজে রীমাকে খুন না করলেও খুনের কারণ সে ঘটিয়েছিল বলে তারও ফাঁসির হুকুম হল। ঠিক তেমনই যারা নিজে হাতে মানুষ হত্যা করবে না ঠিকই কিন্তু অকালে জীবন যাওয়ার কারণ যারা ভেজাল বিক্রির মাধ্যমে ঘটাবে তাদেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হবে। এইটাই তাদের ক্ষতি। কিন্তু এতে জনগণ অকারণ মৃত্যুর আশংকা থেকে বেঁচে যাবে। তখন মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারবে। নিজ হাতে হত্যা করা এবং হত্যার মূল কারণ ঘটান একই ধরনের অপরাধ। এই জন্যে ভেজাল ব্যবসায়ীদের ফাঁসি হবে।

প্রশ্ন ঃ যারা সুধখোর, ঘুসখোর তাদের কি ক্ষতি হবে?

উত্তর ঃ তাদের খুব বেশী কিছু ক্ষতি হবে না। তবে এ পর্যন্ত যার কাছ থেকে যা ঘুস নিয়েছে বলে ঘুস দেনে ওয়ালারা প্রমাণ হাজির করতে পারবে তাদেরকে ঐ ঘুসের টাকাটা ফেরত দেয়া লাগবে। আর কোন ঘুষখোরেরই আর চাকুরী থাকবে না। তখন তাদেরও ক্ষতি তাদের স্ত্রী-পুত্রদেরও ক্ষতি। কারণ সংসারের একমাত্র উপার্জনকারীর চাকুরীটা না থাকলে তার পরিবারের যে ক্ষতিটা হওয়া স্বাভাবিক তাই

www.pathagar.com

তাদের হবে। আর এতে তাদের একটা লাভও হবে। তা হচ্ছে বাকী জীবনে কষ্ট হলেও হারাম খাওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

আর সুদখোরদের সুদী ব্যবসা তো চলবেই না বরং হাদীসের কওল মুতাবিক তাদেরকে নিজের মায়ের সঙ্গে জেনাকারীদের চাইতেও বেশী ঘৃণিত হিসাবে সমাজে চিহ্নিত হতে হবে। ফলে সুদের ধারে কাছেও কেউ যাবে না। আর তখন যেহেতু যাকাত প্রথা চালু হয়ে যাবে কাজেই সুদি কারবার তখন কেউই আর করতে পারবে না। যেমন সূর্য উঠলে অন্ধকারকে লাঠি মেরে তাড়াতে হয় না। তেমনই যাকাত চালু হলে আন্দোলন করে সুদকে তাড়াতে হবে না। সূর্য উঠলে যেমন আপসে অন্ধকার দূর হয় তেমন যাকাত চালু হলে আপসে সুদ বন্ধ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ইসলামী হুকুমত কায়েমের পথে অন্তরায়

যারা দেখবে ইসলামী হুকুমত কায়েম হলে তাদের ক্ষতি হবে তারা সংখ্যায় খুবই কম তবুও তারা অত্যন্ত সচেতন এবং অর্থ ও অস্ত্র সাধারণতঃ তাদেরই হাতে থাকে।

আর যাদের ইসলামী হুকুমতে লাভ, তারা সংখ্যায় যদিও অনেক বেশী তবুও তাদের মধ্যে সচেতনতা খুবই কম। উভয় পক্ষ যখন সমানভাবে যার যার পক্ষের লাভ ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন হবে তখন আপনা হতেই দুটো পক্ষের মধ্যে একটা সংঘর্ষ হবেই। তখন ইসলাম পন্থিরা যদি অস্ত্রের ভয়ে ময়দান ছেড়ে দেয় বা ভয়ে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে চান তাহলে তারা ইসলামী আইনের মুখ কোন দিনও দেখতে পাবেন না। আর তাঁরা যদি সচেতনতার সাথে ময়দানে টিকে থাকতে পারেন তবে জয় তাদের তেমনিভাবে হবে যেমন হয়েছিল রসূল (সঃ)-এর জামানায়। তাই যারা বোঝেন ইসলামী আইনে কাদের কাদের লাভ। তাদের বাড়ী বাড়ী যেতে হবে। বস্তিতে ঢুকতে হবে। কুলি, মজুর রিকশাওয়ালা ও গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়তে হবে জনসাধারণকে বুঝাতে। তারা যখন তাদের লাভটা বুঝতে পারবে তখনই দেখবেন দেশে একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। আর ঘটবে তাদেরই কারণে যারা ইসলামী হুকুমত কায়েমের পথে বাঁধা সৃষ্টি করবে।

আর ইসলামী আইনে যাদের ক্ষতি হবে তারা তাদের জান এবং তাদের হাতে যে সব শক্তি আছে তা তারা ইসলাম পন্থিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেই। কারণ ক্ষতি কেউ কি সহ্য করতে চায়? তা কেউই চায় না। আর যাদের লাভ তারাও পিছু হটবে না, কারণ তারা তাদের লাভ কেন ছাড়বে। ফলে রসূল (দঃ)-এর জামানায় যখন ইসলামী

www.pathagar.com

আইনে যাদের লাভ, তাদের সচেতন করে গড়ে তুলেছিলেন তারা মরন পণ যুদ্ধ করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেই ছাড়লেন। ঠিক তেমনই আমরাও যদি ইসলামী আইনে যাদের লাভ তাদের সচেতন করে তুলতে পারি তাহলে খুব সহজেই এ দেশে ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে। কারণ এ দেশের অধিক সংখ্যক লোক পরকালে বিশ্বাসী। শুধুমাত্র সচেতনতার অভাব। এই অভাব দূর করার দায়ীত্ব নিতে হবে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের। তাদেরকে শুধু বড় লোক ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করলে চলবে না। তাদেরকে ছড়িয়ে পড়তে হবে সাধারণ মানুষ, বস্তিবাসী, রিকশাচালক, কুলি, মজুর, কৃষক, শ্রমিক ও পুলিশ, মিলিটারীদের ভিতরেও। কারণ সব শ্রেণীর মধ্যেই ঈমানদার লোক আছে। তারা জানতে পারছেন না যে দেশে কি পরিমাণ লোক আছে যারা ইসলামী হুকুমত কায়েম করার পক্ষে আছে। তাদেরকেও জানাতে হবে যে, কি পরিমাণ লোকদের সচেতন করে গড়ে তোলা হয়েছে। তবেই দেখবেন অবস্থা কি দাঁড়ায়। হা তবে প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে যারা ইসলামী ভাবাপন্ন তাদেরকে সব সময় সক্রীয় থাকার জন্যে তাদের কাছে যেতে হবে। তবে যার কাছে যে গেলে মানায় তাঁকেই তাঁর কাছে যেতে হবে। এভাবে দুটো কাজ করতে হবে কমপক্ষে। যথাঃ–

১। যারা সচেতন আছেন তাদেরকে সর্বদাই সক্রীয় রাখতেহবে। (তাদের সমকক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা)

২। আর যাদের মধ্যে এখনও সচেতনতা আসেনি তাদেরকে সচেতন করে গড়ে তুলে তাদেরকেও সক্রীয় করে তুলতে হবে।

৩। আর ইসলামের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌছে দিতে হবে। আমি সেই ইসলামের কথা বলছি না যে ইসলাম আমাদের দেশের কম্যুনিষ্টদের ঘরেও আছে। আমি সেই ইসলামের কথা বলছি যে ইসলাম জিব্রাইল (আঃ)–এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে

www.pathagar.com

পেয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল (দঃ)। আর যা তিনি সমাজে কায়েম করতে গিয়ে একটানা ২৩ বছর বিরামহীনভাবে সংগ্রাম করেছেন। আর যে ইসলামে ছোট-বড়র পার্থক্য নেই। যে ইসলামে আছে ইনসাফ। যে ইসলাম মানুষকে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। আমি বলছি সেই ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে বস্তি এলাকায়, শ্রমিক মহলে, রিকশাচালকদের মধ্যে। এমনকি সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণটা কেমন হবে?

উত্তর ঃ দেখুন এর উত্তরটা যদিও সহজে বোঝার মত কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে তা বোঝা বড় কঠিন। কেমন কঠিন তা উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছি।

ধরে নিন একটা মসজিদ ঘর আছে যা গোল পাতার তৈরী। ধরে নিন সেখানকার নামাজী লোকগুলি ঘর খানাকে খুবই আগ্রহ সহকারে একখানা গোল পাতার ঘর হিসাবে যতটুকু ভাল বানান সম্ভব তা বানিয়েছিল। এরপর যদি ঐ মসজিদটাকে পাকা করা হয় তবে তার পূর্বের ঘরের কোন কিছুই ঐ বিল্ডিং-এ ফিট করা যায় না। যদি এলাকার মুসল্লিগণ এসে বিল্ডিং-এর মিস্ত্রিকে বলেন যে, আমরা বহু কষ্ট করে এবং মেরামত করে এই গোল পাতার মসজিদ ঘরটা তৈরী করে ছিলাম। কাজেই মেহেরবানি ক'রে এর কিছু কিছু পার্টস এই বিল্ডিং-এর সঙ্গে ফিট করে দিন যেন আমাদের মুহাব্বতের কিছু কিছু অন্ততঃ বিল্ডিং-এ থাকে। তা হলে যেমন তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে গেলে বিল্ডিং হয় না আর বিল্ডিং করলে পূর্বের তৈরী ঘরের কিছুই আর বিল্ডিং-এ ফিট করা যায় না। ঠিক তদ্রুপ ইসলামী আইনের দেশ হলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কিছুই আর রাখা সম্ভব হবে না। সবই

www.pathagar.com

পরিবর্তন করা লাগবে। তখন প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের নিকট থেকে পাবে সম মর্যাদা– যে মর্যাদা পাওয়ার শিক্ষা রয়েছে জামায়াতে নামাজ পড়ার মধ্যে। একজন দেশের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এবং একজন বস্তিবাসী একই সঙ্গে গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তখন নামাজের জামায়াতের কাতারের মধ্যে যেমন সাম্য মানুষ দেখে থাকে ঠিক তদ্রুপই সমাজের সর্বত্র মানুষ সাম্য দেখতে পাবে। তখন প্রত্যেকেই হবে প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল কুরআনের নির্দেশ মুতাবিক প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের এমন ভাই হবে যেমন নিজের আপন মায়ের পেটের ভাই। আপনাদের অবশ্যই জানা আছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা–খলিফা হওয়ার পরও কাপড়ের ব্যবসা করেছিলেন যা তিনি খলিফা হওয়ার পূর্বেই করতেন। তিনি কাপড়ের গাটরী মাথায় করে নিয়ে বাজারে গিয়েছেন তা বিক্রয় করতে। অন্য দোকানদার আর খলিফা দোকানদার এ দুইয়ের মধ্যে এমন কোন আচরণ লোক দেখতে পায়নি যে আপরিচিত লোক বুঝতে পারে যে, এই কাপড়ের দোকানদারদের মধ্যে এ দেশের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী খলিফা (একজন রাষ্ট্র প্রধানও) রয়েছেন। যে কোন দিন কোন পাকা মসজিদ জীবনেও দেখেনি। দেখেছে মাত্র গ্রাম্য ঘরের ন্যায় কাঁচা ঘর, সে যেমন বায়তুল মুকাররম মসজিদ সম্পর্কে অনুমান করতে পারে না। ঠিক তেমনই গায়ের ইসলামী সমাজে বাস করে ইসলামী সমাজের কিছুই চোখে না দেখা পর্যন্ত অনুমান করা মুস্কিল। তখন খলিফাগণও যেমন পোষাকে বাজারের ব্যাগ হাতে করে বাজারে গিয়েছেন এবং অন্য লোকদের সঙ্গে এক সাথে বাজার করেছেন পরিচয় দেয়া ছাড়া কেউ চিনতে পারেনি যে এই মানুষটা যার সঙ্গে গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে ঠেলাঠেলি করে তরকারী কিনতেছি তিনি একজন রাষ্ট্র প্রধান। এটা কি বর্তমান সমাজের লোক ধারণা করতে পারবে? তা কিছুতেই পারবে না।

www.pathagar.com

এটা শুনলেই মানুষের কাছে তাজ্জব মনে হবে। আর এটাও কি কেউ ধারণা করতে পারে যে, হজরত ওমর (রাঃ)–এর ছেলে মাদ্রাসায় পড়তে গিয়েছে ১৪টা তালি দেয়া জামা গায়ে দিয়ে। যাঁর ভয়ে প্রায় অর্ধ দুনিয়া কাঁপত। তাছাড়া তিনি যখন খলিফা তখন ইয়ামেন থেকে কিছু কাপড় পেয়েছিলেন যা সবাইর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন; কিন্তু তাতে কারো একটা জামা হয়নি কিন্তু সেই কাপড়েরই একটা জামা গায়ে দিয়ে যখন খলিফা ওমর (রাঃ) ইমামতি করতে যাচ্ছেন তখন পিছন থেকে একজন মুসল্লি কৈফিয়ত চাইলেন যে, আমাদের কারো একটা জামা হল না (যে কাপড় ভাগে পেয়েছি) তাতে আপনার কি করে একটা জামা হল তার কৈফিয়ত দিন। কৈফিয়ত গ্রহণযোগ্য হলেই আপনার ইমামতি মেনে নেব, নইলে আপনার ইমামতি মানব না। এরপর তাঁর ছেলে জওয়াব দিলেন যে, আমার অংশের এবং আমার আব্বার অংশের দুই টুকরো কাপড় দিয়েই এই জামা তৈরী হয়েছে। আমার আব্বাকে যেহেতু ইমামতি করে নামাজ পড়াতে হয় আর যেহেতু আব্বার কোন ভাল এমন জামা নেই যা গায়ে দিয়ে ইমামতি করা যায়, তাই আমার অংশের কাপড়টাও আব্বাকে দিয়েছি। এইভাবেই একটা জামা হতে পেরেছে। শুনে সবাই বুঝলেন, কাপড় ভাগের বেলায় তিনি বেশী নেননি। তখন মুসল্লিরা বল্লেন যে, ঠিক আছে এইবার আপনি নামাজ পড়ুন।

এই ছোট্ট একটা ঘটনা থেকে কয়েকটা জিনিষ বা কয়েকটা তথ্য বেরিয়ে আসল যথাঃ–

১। তখন যিনিই হতেন রাষ্ট্র প্রধান, তিনিই হতেন কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম।

২। যার ইমামতি করার মত যোগ্যতা এবং তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করার মত জনগণের আস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ না অর্জন করতে

www.pathagar.com

পারতেন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ রাষ্ট্র প্রধান হওয়ারও যোগ্য হতে পারতেন না।

৩। তখন বাক স্বাধীনতা ছিল, এমন কি একজন সাধারণ মুসল্লিও রাষ্ট্র প্রধানের নিকট কৈফিয়ত চাইতে পারতেন এবং রাষ্ট্র প্রধানও তাঁর সন্তোষজনক জওয়াব দিতেন। আর দিতে না পারলে তাকে ক্ষমতা থেকে আপনা হতেই সরে পড়তে হত।

৪। ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাগণের একাধিক জামা থাকত না। যার একটা ধুয়ে দিলে তা শুকান পর্যন্ত তিনি খালি গায়ে চাদর জড়িয়ে ছাড়া বাইরে বেরুতে পারতেন না।

৫। তাঁরা খলিফা হওয়া সত্বেও রাজ কোষের একটা নয়া পয়সাও নিজে ব্যবহার করতনে না, করতেন না· একমাত্র পরকালের ভয়ে। অথবা মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মুতাবিক কিছু নিম্নমানের ভাতা পেতেন যা দিয়ে একসঙ্গে দুটো জামা তৈরী করার মত টাকা বাঁচত না। এমন কি তাঁর ছেলে মাদ্রাসায় পড়তে গিয়েছে যার জামায় অন্যান্য ছাত্ররা ১৪টা তালি গুনেছে।

৬। তখন রাজকোষের টাকাকে জনগণের আমানত এবং আল্লাহর সম্পদ মনে করা হত।

কিন্তু এখন ?

এখনকার কাহিনীও শোনেন। অবশ্য আপনারা খবরের কাগজে অবশ্যই পড়েছেন। তবে খবরের কাগজ বড় জোর ২৪ ঘন্টা মেয়াদি। (তাই আমি খবরের কাগজে কোন লেখা দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করি না) খবরের কাগজ একদিন পরেই আর খুজে পাওয়া যায় না। তাই একবার যা পড়েছেন তা পুনরায় একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। গত ২রা জুন ইনকিলাবের প্রথম পাতায় বড় অক্ষরের শিরনামে খবর এসেছেঃ-

www.pathagar.com

"প্রতিটি শিশু ৩ হাজার ১৫ টাকার বৈদেশিক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মাচ্ছে।"

গত ১লা জুন ৯০ এ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ২ দিনব্যাপী "সাংবিধানিক জবাব দিহি, আইনের শাসন এবং জাতীয় অর্থনীতি"– শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী দিনে ডঃ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১ম দিনের আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, "বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্টে ৬ হাজার কোটি টাকার হিসেবে গরমিল রয়েছে। ২ হাজার কোটি টাকার হিসাব দেখান হলেও ৪ হাজার কোটি টাকা বিবিধ খাতে দেখিয়ে গোজামিল দেয়া হয়েছে।" (অর্থাৎ বক্তাদের দৃষ্টিতে সে হিসাব গ্রহণযোগ্য নয়)। অপরদিকে প্রতিটি নব জাতক শিশু জন্মেই ৩ হাজার ১৫ টাকার বৈদেশিক ঋণের বোঝা মাথায় নিচ্ছে। এই যে বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ছে এ ঋণের টাকা ব্যয় হয় কোন খাতে এবং তা পূরণ করা হয় কোথা থেকে এটা কি আমরা চিন্তা করি? এর ব্যায়ের খাতটা একটু চিন্তা করুন। এই যে আমাদের নেতাদের প্রায় মাসে মাসে বিদেশ সফর, এতে কত ব্যয় হয়, তার হিসাব কি দেখান হয়? দেখান হলেও আমরা জনগণ তার কোন হিসাব রাখিনা–যদিও এ হিসাব পাওয়ার অধিকার আমাদের রয়েছে। কারণ সে টাকা তো আমাদেরকেই দিতে হয়। তা আমরা দেই কিভাবে?

১। যখন চাউল কিনি তখন দেই তার একটা অংশ।

২। যখণ অন্যান্য পণ্যদ্রব্য কিনি তখন দেই তার কিছুটা।

৩। যখন জুতা কিনি তখনও কিছু দিতে হয়।

৪। যখন কাপড় কিনি তখনও দিতে হয় তার একটা অংশ।

৫। যখন প্রসাধনী কোন দ্রব্য কিনি তখনও দেই কিছু।

৬। যখন যানবাহনের টিকিট কিনি তখনও দেই কিছু।

www.pathagar.com

৭। আপনি কাগজ-কলম বইপত্র কিনবেন তখনও দেন-এর কিছু।

৮। যখন ঔষুধ কিনি তখনও দেই কিছু।

৯। যখন তেল, লবণ, জিরে, মসলা কিনি তখনও দেই তার কিছু। এভাবে সবখানেই দিতে হয়।

আপনি যাই কিনুন না কেন সেখান থেকেই এই ঋণের টাকার অংশ আপনার নিকট থেকেই নেয়া হয়।

যারা ইনকাম ট্যাক্স দেন, তারা কি তাদের অর্জিত টাকা থেকেই তা দেন? তা যে কোথা থেকে দেন, তা আপনি হয়ত টেরই পান না, এইটাই আমাদের দূর্ভাগ্য। যদি ইসলামী আইনের দেশ হত, তাহলে অহেতুক ব্যয় বন্ধ হত। আপনি আর দেশের খলিফা এক সঙ্গে গা ঘেসাঘেসি করে বাজারে গিয়ে বাজার করতে পারতেন। আর বৈদেশিক ঋণের ধারে কাছেও যাওয়া লাগত না। দেশের আয় দিয়েই দেশ চালান হত, আর যাই কিনতেন তাই কম দামে কিনতে পারতেন। আর যাই বিক্রি করতেন বেশী মূল্যে বিক্রয় করতে পারতেন।

তখন দেখতেন কারো পোষাকে-আসাকে কারো পদ মর্যাদা বোঝা যেত না। রিকশাওয়ালাকেও কেউ তুই বলে সম্বোধন করত না। তাকেই আপনি বলা লাগত। যে মুট বয় তাকেও আপনি বলতে হত। মানুষের মান মর্যাদার মাপ কাঠি হত তাঁর ঈমান ও খোদা ভীতি। তার কোন পেশাগত কারণে তার মান মর্যাদা নির্ধারিত হত না।

তাদের ঈমানই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করত নিজের চেয়ে অন্যের স্বার্থ রক্ষার জন্যে কাজ করে যাওয়ার জন্যে।

তখন পুলিশ কর্মচারীগণকে আলেম হতে হত। তাঁরা নিজেদেরকে জনগনের খাদেম মনে করতে শিখতেন। তাঁরা অহেতুক কাউকে মারধর করতেন না।

www.pathagar.com

আমি নিজে চোখে কয়েক দিন দেখেছি পুলিশরা কিভাবে মানুষ মারা বোঝে। ইসলামী আইন বলে চোর হলে তার হাত কেটে দাও এ ছাড়া আর কোন প্রকার মার ধর করনা। যে ডাকাত হয় তার এক পাসের হাত আর বিপরীত পাশের পা কেটে দাও। কিন্তু দৈহিক নির্যাতন চালাতে পারবে না। যাদেরকে আসামী করে মামলা করা হয় তাদের মধ্যে থাকে বহু নির্দোষী লোক। আর যারা কোন দিনও ধরাপড়ে না তাদের মধ্যে রয়েছে কত খুনি মামলার আসামী। আমি একদিন ঝিকরগাছা পুলের উপর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাচ্ছিলাম। দেখি যে পুলের উপর বহু লোক থানার দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে। আমিও নজর ফিরালাম, দেখলাম ঝিকরগাছার একজন প্রভাবশালী লোক দাঁড়ান রয়েছে আর একটা লোককে নিষ্ঠুরভাবে পিটান হচ্ছে। আর দেখলাম বদনার নালে করে তার নাকের মধ্যে পানি দেয়া হচ্ছে। আর সে ছটফট করে চিল্লাচ্ছে আর জবাই করা গরু যেমন পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে তেমনভাবে পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে, আর পায়ে লাঠি দিয়ে পিটান হচ্ছে। সেখানে দাঁড়ান লোকেরা বল্ল, "ওর নাকে গরম পানি দিচ্ছে" জিজ্ঞাসা করলাম এ কিসের আসামী, বল্ল, চোরাচালানের আসামী। এখন মনে প্রশ্ন জাগে চোরাচালানের আসামীদের যদি এইভাবে শাস্তি দেয়া হয় তবে যশোর রেল ষ্টেশনের আশপাশ এলাকা কি করে ভারতীয় শাড়ীর বাজারে পরিণত হয়? তবে কি ঐ ব্যক্তি সত্যই দুষী ছিল নাকি দুষী ব্যক্তিদের ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। এসব প্রশ্ন মনে জাগে। আমি নিজে চোখে দেখেছি যশোর কোতোয়ালী থানার সামনের নিম গাছের ডালের সঙ্গে পা বেঁধে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একজনকে। প্রশ্ন, এরপরও কেন অপরাধ দমন হয় না। আসলে আল্লাহর দেখান পথ ছাড়া অপরাধ দমন হয় না। আর ইসলাম এ ভাবে নির্যাতনের সমর্থক নয়, যদিও পাথর মেরে মেরে ফেলতে ইনলাম বলে।

www.pathagar.com

ইসলাম বলে সাক্ষি প্রমাণ দ্বারা আপরাধী প্রমাণিত হওয়ার পরই হাকিমের রায় মুতাবিক তাকে শাস্তি দিতে হবে। আর যতক্ষণ কেউ দোষী বলে প্রমাণিত হবে না ততক্ষণ তাকে আটকে রাখা যাবে। তবে তার সঙ্গে মানুষ হিসাবে মানুষের মতই ব্যবহার করতে হবে। এরপর বিচারে যা শাস্তি হয় সেই শাস্তিই সে ভোগ করবে। এখন প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যায় পুলিশের পিটুনীতে আসামী মারা যাওয়ার খবর। এটা ইসলামী শাসন আমলে হতে পারবে না। অপরাধি প্রমাণিত হলে বিচারের রায় মুতাবিক তাকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে যাতে সেই ধরনের অপরাধ আর একটিও না ঘটে। যেমন রসূল (দঃ)-এর জামানায় একটা মাত্র-মহিলা চোরের হাত কেটে দেয়ার পর ৪২ বছরের মধ্যে সারা আরব দেশে আর একটিও চুরি হয়নি।

আমি পূর্বেই বলেছি-গোল পাতার ঘর ভেঙ্গে সেখানে একটা বিল্ডিং তৈরী করলে বিল্ডিং-এ যেমন গোল পাতার ঘরের কিছুই পাওয়া যায় না; ঠিক তেমনই গায়ের ইসলামী সমাজকে ইসলামী সমাজ করলে সেই ইসলামী সমাজের মধ্যে গায়ের ইসলামী সমাজের কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইসলামী সমাজ কায়েম হলে কোন ভাল লোককেই কেউ মিথ্যা মামলার আসামী বানাতে পারবে না এবং কোন বদলোককেই কুরআনে বর্ণিত শাস্তির হাত থেকে কেউই বাঁচাতে পারবে না।

তখন আল্লাহর সেই ওয়াদা কার্যকর হবে, যে ওয়াদা করেছেন সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে সেখানে বলেছেন-"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদের ভিতর থেকে যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সলেহ বা সৎকর্মশীল হবে অর্থাৎ যারাঃ

১। যা ভাল কাজ তা নিজে করবে।

www.pathagar.com

২। যা ভাল কাজ তা অপরকে দিয়ে করাবে বা করানোর চেষ্টা করবে।

৩। যা মন্দ কাজ তা নিজে করবে না।

৪। যা মন্দ কাজ তা থেকে অপরকে বিরত রাখবে বা বিরত রাখার চেষ্টায় লিপ্ত থাকবে। এবং

৫। সমাজে যত প্রকার অন্যায়, অপকর্ম, জুলুম, নির্যাতন ও অবিচার-অনাচার চলছে তা সব কিছু দূর করার জন্যে এবং সেখানে যা ভাল তা প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে বা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এইসবগুলি কাজকে এক কথা বলা হয় আমলে সলেহ।

এই ধরনের আমল যারা করবে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই খেলাফত দান করবেন। যেমন খেলাফত দান করেছিলেন পূর্ব জামানায়। আর তাদের জন্যে তাদের দ্বীনকে বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিবেন। যা আল্লাহ তাদের জন্যে (জীবন যাপনের আইন হিসাবে) পছন্দ করেছেন। এবং তাদের বর্তমান ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন (অর্থাৎ যেখানেই আছে ভয় সেখানেই আসবে নিরাপত্তা।) (তখন) তারা শুধু আমারই ইবাদত বা দাসত্ব ও আনুগত্য করবে। এবং (তখনই) কাউকে আমার সঙ্গে শরীক করবে না। এরপরও যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক বা ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদকারী। (আল কুরআন) এই আয়াত থেকে বুঝা গেল যখনই আমরা আল্লাহর দেয়া শর্ত পালন করতে পারব তখনই আল্লাহ তার ওয়াদা পালন করবেন এবং আমাদের উপর নেমে আসবে বেহেস্তি শান্তি।

তাই আমরা যারাই বুঝব যে, ইসলামী আইনই একমাত্র আমাদেরকে এই দুনিয়াতেই দিতে পারবে বেহেস্তি শান্তি সেই ইসলামকে কায়েম করার জন্যে মরিয়া হয়ে ইসলামী আন্দোলনের শরীক হয়ে যাই।

www.pathagar.com

আশা করি, আমরা আমাদের নিজ নিজ স্বার্থে এই কথাগুলি গুরুত্ব সহকারে বুঝার চেষ্টা করি। এবং সেই মুতাবিক কাজে লিপ্ত হয়ে যাই যেন ইহকালেও শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বাস করতে পারি এবং পরকালেও পেতে পারি আল্লাহর মেহেরবানিতে আল্লাহর বেহেস্ত।

আমার শেষ অনুরোধ ঃ

আপনারা বৃটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত বহু দলের শাসন ব্যবস্থাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। আর ইসলামকে চিরকালই ভয় করে এসেছেন। এখন আল্লাহর ইসলামকে একবার পরীক্ষা করে দেখুন যে, ইসলামী আইনে সত্যই সমাজের লোকগুলি পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারে কি না। এবং সমাজ থেকে অশান্তি দুর হয় কিনা। আপনারা কয়েকদিন পূর্বে (২রা জুনের) খবরের কাগজে দেখেছেন যে, যে ছেলেটি বাংলা দেশে জন্ম নিচ্ছে সে জন্মেই ৩ হাজার ১৫ টাকার বৈদেশিক ঋণের বোঝা মাথায় তুলে নিচ্ছে, এবং বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ যদি একটানা ৬ মাস না খেয়ে থাকে তবে এ ঋণ পরিশোধ হতে পারে।

একবার মাত্র আপনারা আপনাদের প্রাণপ্রিয় ইসলামকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করে দেখুন আল্লাহর দেয়া ইসলামী আইন আর মানুষের মনগড়া আইনের মধ্যে কত আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তখন দেখবেন খেয়ে থেকেই ঋণ পরিশোধ করা যাবে। আশা করি আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এসব চিন্তা ভাবনা করব।

ওয়ামা তৌফিকি ইল্লাবিল্লাহ্

www.pathagar.com

www.pathagar.com